এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ ময়নাগুড়ি বাস দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ

প্লাস্টিকমুক্ত বাজার তৈরিতে কড়া পদক্ষেপ, বাজারে মিলবে ভেন্ডিং মেশিন ৩

কলকাতা ২২ জুন ২০২৬ ৮ আষাঢ় ১৪৩৩ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৩৬৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.06.2026, Vol.19, Issue No. 369, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

নরওয়ে বনাম সেনেগাল
(ভারতীয় সময় ভোর ৫:৩০)
আর্জেন্টিনা বনাম অস্ট্রিয়া
(ভারতীয় সময় রাত ১০:৩০)

গতকালের ফলাফল

জাপান-৪ তিউনিসিয়া - ০
ইকুয়েডর -০ কুরাসাও- ০

সুরভি ম্যানসন্
A trusted jewellers
গড়িয়াহাট-গড়িয়া-সোনারপুর বাজার
9163683241

যোগ-মোদী বাংলা

রেড রোডে যোগাভ্যাসের মাঝেই ঘুরে দেখলেন বাকিদের, শুধরে দিলেন যোগ-ভঙ্গি। ছবি: অদিতি সাহা

আজ প্রথম বাজেটে অপেক্ষা ‘সুখবরে’র

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাত পোহালেই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। আর সেই বাজেট ঘিরে প্রত্যাশার পারদ এখন তুঙ্গে। কারণ, ভোটের আগে দেওয়া একাধিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রথম বড় পরীক্ষার মুখে পড়তে চলেছে শুভেন্দু অধিকারী সরকার। তার উপর কেন্দ্রের তরফে বিপুল আর্থিক সহায়তার আশ্বাস এবং ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুবিধা, সব মিলিয়ে মানুষের প্রত্যাশাও এবার অনেক বেশি।

নির্বাচনী সংকল্পপত্রে বিজেপি যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নজর রয়েছে সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ-র উপর। দীর্ঘদিন ধরে ডিএ নিয়ে আন্দোলন চলছে। তাই বাজেটে ডিএ সংক্রান্ত কোনও বড় ঘোষণা আসে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে সরকারি কর্মচারী মহল।

একইসঙ্গে নজরে রয়েছে মহিলাদের জন্য আর্থিক সহায়তা, প্রবীণদের ভাতা, কৃষকদের সহায়তা বৃদ্ধি, যুবকদের কর্মসংস্থান এবং নতুন শিল্প বিনিয়োগের মতো বিষয়গুলি। নির্বাচনের আগে বিজেপি দাবি করেছিল, সরকারি প্রকল্পগুলিকে আরও স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর করা হবে। সেই লক্ষ্য পূরণে জনকল্যাণ শিবির, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা এবং সরাসরি পরিষেবা প্রদানের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। পরিকাঠামো উন্নয়নও বাজেটের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। কেন্দ্র ইতিমধ্যেই রেল, সড়ক, জল জীবন মিশন এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পে হাজার হাজার কোটি টাকার সহায়তার কথা জানিয়েছে। ফলে রাজ্যের তরফে সড়ক, সেতু, নগর উন্নয়ন, পানীয় জল, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতে বড়সড় বিনিয়োগের রূপরেখা দেখা যেতে পারে।

শিল্প ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা, এমএসএমই-কে সহায়তা, লজিস্টিক পরিকাঠামো শক্তিশালী করা, পর্যটন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে গতি আনার মতো বিষয়গুলি বাজেটে গুরুত্ব পেতে পারে। সম্প্রতি পরিবহণ ও শিল্প দপ্তরের তরফে যে রোডম্যাপের কথা বলা হয়েছে, তার প্রতিফলনও বাজেটে দেখা যেতে পারে। কৃষিক্ষেত্রেও প্রত্যাশা কম নয়। কৃষক সম্মান, সেচ ব্যবস্থা, ফসল সংরক্ষণ, মৎস্যচাষ এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে নতুন প্রকল্প বা অতিরিক্ত বরাদ্দের আশা করছেন গ্রামীণ এলাকার মানুষ।

অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা আরও সরাসরি-মূল্যবৃদ্ধির চাপের মধ্যে স্বস্তি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, ভালো রাস্তা, দ্রুত প্রশাসনিক পরিষেবা এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পে আরও বেশি সুবিধা। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বারবার ‘সংকল্পপত্রের প্রতিশ্রুতি পূরণ’-এর কথা বলেছে। তাই প্রথম বাজেটকে অনেকেই দেখছেন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের রূপরেখা হিসেবে।

ফলে সোমবারের বাজেট শুধু আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়, আগামী পাঁচ বছরের শাসনদর্শন এবং উন্নয়নের অগ্রাধিকারও স্পষ্ট করে দিতে পারে। এখন দেখার, মানুষের প্রত্যাশা আর সরকারের প্রতিশ্রুতির মধ্যে কতটা সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারে শুভেন্দু অধিকারী সরকারের প্রথম বাজেট।

এদিকে, কেন্দ্রের তরফে রাজ্যের জন্য ৬০ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ ঘিরে স্বাভাবিক ভাবেই উচ্ছ্বাস ছড়িয়েছে প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহলে। নতুন সরকারের প্রথম বাজেটকে সামনে রেখে এই বিপুল আর্থিক সহায়তা রাজ্যের হিসাব-নিকাশে বড় প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

স্মৃতি ফিরল ভোপালের, তামিলনাড়ুতে গ্যাস লিকে মৃত অন্তত ৭

চেন্নাই, ২১ জুন: ভোপালের ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার স্মৃতি ফিরল তামিলনাড়ুতে। তামিলনাড়ুর একটি সামুদ্রিক খাবার প্রক্রিয়া এবং রপ্তানি কারখানায় গ্যাস বিপর্যয়। তিরুভাল্লুর জেলার ওই কারখানায় অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক করে অন্তত সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। সকলেই মহিলা। আরও বেশ কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, অন্তত ৬৫ জন শ্রমিককে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। কী ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে। তিন দিনের মধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা করতে বলা হয়েছে। আহতদের চিকিৎসায় যাতে কোনও গাফিলতি না-ঘটে, তা তদারকির নির্দেশ দিয়েছেন বিজয়। তিরুভাল্লুর জেলাশাসক কবিতা জানিয়েছেন, আক্রান্ত মোট ৬৭ জন শ্রমিককে দ্রুত স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৪৬ জন ভেলস হাসপাতালে এবং ২১ জন ভেঙ্কটেশ্বর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এর মধ্যে গুরুতর অসুস্থ ন'জনকে চেন্নাইয়ের সরকারি স্ট্যানলি মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। ঘটনার বেশ কিছু ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়েছে। সেই সব ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, দুর্ঘটনার পর শ্রমিকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। অনেকের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। কারও কারও মাথা ঘোরা, বমির মতো উপসর্গও দেখা যায়।

অ্যাম্বুল্যান্সে করে দ্রুত অসুস্থ শ্রমিকদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গিয়েছে, অসুস্থ শ্রমিকদের অধিকাংশই ভিনরাজ্যের। বিশেষত উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি থেকে ওই কারখানায় কাজে গিয়েছিলেন। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, ওই কারখানার পরিমাপক ভাল্‌ভ থেকে গ্যাস লিক হয়।

তিরুভাল্লুর জেলার পেরিয়াপালায়ামের নিকটবর্তী কান্নিগাইপায়ার গ্রামে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানানো হয়েছে তামিলনাড়ুর লোক ভবনের তরফে। এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল রাজেন্দ্র আরলেকার।

প্রাণবন্ত শহরের গর্বের উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের দিনে কলকাতার রেড রোডে আয়োজিত জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তোলার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে যোগাভ্যাসে অংশ নিয়ে তিনি বলেন, যোগ কেবল শারীরিক ব্যায়াম নয়, বরং সুস্থ জীবনযাপনের একটি সামগ্রিক দর্শন।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে কলকাতার রেড রোডে আয়োজিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পর শহরবাসী ও প্রশাসনের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে প্রায় ৩৫ হাজার মানুষের সঙ্গে যোগাভ্যাসে অংশ নেওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় তিনি কলকাতার আতিথেয়তা এবং পরিচ্ছন্নতা অভিযানের প্রশংসা করেন। এইদিন প্রধানমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজন করার জন্য কলকাতাবাসীকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লেখেন, ‘এই বছরের যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অসাধারণ আতিথেয়তার জন্য কলকাতার আমার ভাই-বোনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এই প্রাণবন্ত শহরে যোগ দিবস পালন করা আমার কাছে গর্বের বিষয়।’ প্রধানমন্ত্রী আরও লেখেন, যোগ দিবসকে সামনে রেখে শহরজুড়ে যে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছে, তা অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। তাঁর কথায়, ‘কলকাতার মানুষ নাগরিক কর্তব্য পালনের এক বড় বার্তা দিয়েছে।’

এদিন রাজ্যবাসীকে বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যোগকে শুধুমাত্র একটি দিনের উদযাপনে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের অংশ হিসেবে যোগচর্চাকে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর আরও বক্তব্য, বর্তমান সময়ে মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার মধ্যে সুস্থ থাকার অন্যতম উপায় যোগ। রবিবারের রেড রোডের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আজ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ একযোগে যোগাভ্যাসে অংশ নিচ্ছেন। এর মাধ্যমে যোগ বিশ্ববাসীকে এক সূত্রে বেঁধেছে। তিনি যোগকে মানবকল্যাণ এবং বিশ্ব ঐক্যের একটি মাধ্যম বলেও উল্লেখ করেন।

বাংলার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ভূমি থেকে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বমঞ্চে যোগের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, লাহিড়ী মহাশয় এবং মহর্ষি অরবিন্দের অবদানের কথাও স্মরণ করেন।

বাংলার ঐতিহ্য স্মরণে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে রবিবার যোগ দিবসের অনুষ্ঠান থেকে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের ভূমিকা নিয়ে একাধিক তির্যক মন্তব্য করলেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এইদিন রাজ্যজুড়ে যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে কোটি মানুষের অংশগ্রহণ করেছেন বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মঞ্চ এবার শুধুই শরীরচর্চার বার্তায় সীমাবদ্ধ থাকল না। কলকাতার রেড রোডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগাভ্যাস ছাড়াও একাধিক স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তাও দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

রবিবার অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে পূর্বতন সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতদিন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে যোগ দিবস পালন করা হয়নি। কেন হয়নি, তা নিয়ে তিনি বিস্তারিত মন্তব্য করতে না চাইলেও সরকারের পরিবর্তনের পর পরিস্থিতি বদলেছে বলে দাবি করেন তিনি।

এইদিন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে, বাংলায় যোগচর্চাকে গণআন্দোলনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে রাজ্যের সরকার। তাঁর দাবি, রাজ্যজুড়ে কয়েক লক্ষ মানুষ আগাম এই অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। রবিবার দার্জিলিং থেকে দিঘা পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক মানুষ যোগ দিবসের কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

রবিবার অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীকে পাশে নিয়েই বাংলার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বামী বিবেকানন্দ, পরমহংস যোগানন্দ ও বিষ্ণুচরণ ঘোষের অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, যোগাভ্যাস চিরকাল ধরেই বাংলার সংস্কৃতি ও সাধনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেই ঐতিহ্যকে নতুন করে সামনে আনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানান তিনি।

রবিবার রেড রোডের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দুটি স্পষ্ট বার্তা দিল রাজ্য সরকার। যার মধ্যে একদিকে যোগকে জনস্বাস্থ্য আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, অন্যদিকে রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলকে সামনে রেখে ‘নতুন বাংলার’ ছবিকে তুলে ধরা।

‘এটাই নতুন ভারত’, বার্তা আত্মনির্ভরতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সকালে রেড রোডে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে যোগাভ্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঠিক তার কয়েক ঘণ্টা পর গঙ্গার তীরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরে নৌ-বাহিনীর হাতে তুলে দিলেন তিনটি যুদ্ধজাহাজ। দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত নৌ-বাহিনীর তিনটি যুদ্ধজাহাজ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুনাগিরি, সংশোধক এবং অগ্রেয় নামের এই তিনটি জাহাজ নৌবাহিনীর অংশ হল রবিবার থেকেই। গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স-এর নির্মিত এই জাহাজগুলো ভারতের সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষায় আত্মনির্ভরতার প্রতীক। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কলকাতা সফরের শেষ পর্বে সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল আত্মনির্ভর ভারত এবং সামুদ্রিক শক্তি বৃদ্ধির কেন্দ্রীয় সরকারের রূপরেখা। এদিন উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এই যুদ্ধজাহাজগুলি ভারতের তিনটি সঙ্কল্পের কথা বলে। এগুলি ভারতে তৈরি। এর ডিজাইনও ভারতের। ইঞ্জিনিয়ার থেকে অন্য কর্মী সকলেই ভারতীয়। এটাই নতুন ভারত। এখানে অস্ত্রের জন্য অন্য দেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। ভারতের সামরিক বাহিনী বিশ্বের জন্য বাজার হতে পারে না। আমাদের সক্ষমতার প্রকৃত স্বীকৃতি নিহিত রয়েছে আমাদের আত্মনির্ভরশীলতার মধ্যে, বিশ্বের জন্য কেবল একটি বাজার হয়ে ওঠার মধ্যে নয়। অস্ত্র নির্মাণে ভারত ক্রেতা নয়, বিক্রেতা হতে চায়।’

সোহরাওয়ার্দি অ্যাভিনিউ এখন থেকে গোপাল মুখার্জি রোড

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোহরাওয়ার্দি অ্যাভিনিউ। কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকার অন্যতম প্রধান ও ব্যস্ততম রাস্তা। এটি পার্ক সার্কাস থেকে শুরু করে কসাইপাড়া লেন পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গ দিবসের পুণ্য দিনে সেই সোহরাওয়ার্দি অ্যাভিনিউয়ের নাম পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুরসভা। পার্ক সার্কাস এলাকার ওই সড়কের নতুন নাম রাখা হল, ‘গোপাল মুখার্জি রোড।’ রবিবার একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করে বিষয়টি জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

পাশাপাশি তাঁর এই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে শুভেন্দু অধিকারী এও লেখেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবসের পবিত্র দিনে শনিবারের কলকাতা পুরসভা কর্তৃক গৃহীত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে আমি সাধুবাদ জানাই, যা একটি ঐতিহাসিক অন্যায় সংশোধনে সহায়ক হবে।’ গোপাল মুখার্জির নামে রাস্তার নামকরণকে তিনি ‘ঐতিহাসিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস’ বলে উল্লেখ করেন। ‘প্রকৃত নায়কদের স্মরণ, সম্মান এবং ইতিহাসের বিকৃতি সংশোধনের সময় এসেছে।’

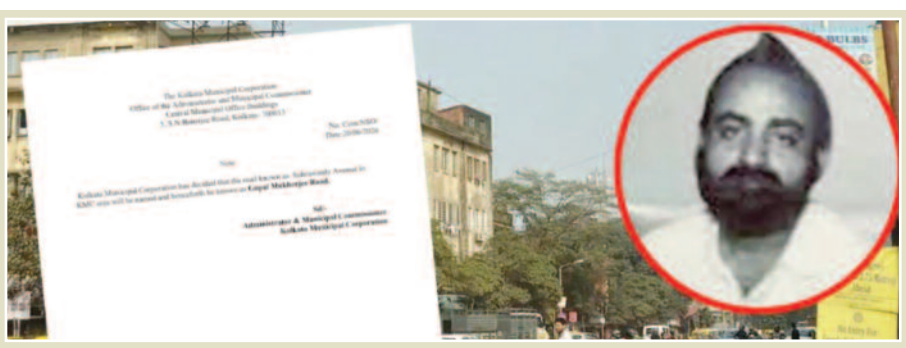

পার্ক সার্কাস এলাকার সোহরাওয়ার্দি অ্যাভিনিউয়ের নাম পাল্টে রাখা হচ্ছে গোপাল মুখোপাধ্যায় রোড তা আগেই জানিয়েছিলেন কলকাতা পৌরনিগমের কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। এই নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেন। এই সিদ্ধান্তের জন্য কলকাতা পৌরনিগমকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর এই প্রসঙ্গে বঙ্গ রাজনীতির কুশীলবেরা বলছেন, ক্ষমতায় এসেই গোপাল মুখার্জির নামে রাস্তার নাম রেখে তাঁকে সম্মান জানাল বিজেপি সরকার।

পশ্চিমবঙ্গ দিবসের পবিত্র দিনে শনিবারের কলকাতা পুরসভা কর্তৃক গৃহীত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে আমি সাধুবাদ জানাই, যা একটি ঐতিহাসিক অন্যায় সংশোধনে সহায়ক হবে। প্রকৃত নায়কদের স্মরণ, সম্মান এবং ইতিহাসের বিকৃতি সংশোধনের সময় এসেছে।

– শুভেন্দু অধিকারী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী পরিবর্তন

11/6/26 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার মাতা হাফিজা বিবি ও হাফিজা সেখ উভয়ই একই ব্যক্তি হইল। পোষ্ট + গ্রাম আকন্দ বেরিয়া, কালিগঞ্জ, নদীয়া।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **জীবন্ত ঘোষ**, ৩৩১ এস এইচ কে বি সরণি, জপুর রোড, দক্ষিণ দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০৭৪-এর বাসিন্দা, গত ২০/০৬/২০২৬ তারিখে শিয়ালদহের এলডি ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট নং ১৩৭৪১ দ্বারা ঘোষণা করছি যে আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্রে তার নাম এবং জন্ম তারিখ ভুলভাবে **DITIPRYA GHOSH** এবং **17/03/1998** হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। তার প্রকৃত ও সঠিক নাম হল **DITIPRIYA GHOSH** এবং সঠিক জন্ম তারিখ হল **17/10/1999**, যা তার আধার কার্ড নং 6047 8830 4305-এ নথিভুক্ত রয়েছে। উভয় নামই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি **সৌমেন কুমার দত্ত**, পিতা- মৃত স্বপন দত্ত, গ্রাম- শক্তিগড়, পোঃ- বনগাঁ, থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ-এর বাসিন্দা, আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এরপর থেকে **সৌমেন দত্ত** নামে পরিচিত হব, যা এলডি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বনগাঁ আদালত (উত্তর ২৪ পরগণা/পশ্চিমবঙ্গ)-এর সম্মুখে ১৯.০২.২০২৬ তারিখের ৭৮৩৮ নং হলফনামা মূলে ঘোষণা করেছি। **সৌমেন কুমার দত্ত** এবং **সৌমেন দত্ত** উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Change of Name

I, **Sk. RABIUL HOSSEIN** S/o Late Sk. Nuru, residing at Jafala, P.O: Jakpur, P.S: Kharagpur (L), Dist.- Paschim Medinipur, Pin: 721301, W.B., hereby solemnly affirm and declared that in my driving license vide no- Wb35 20170005495, issued by A.R.T.O., Kharagpur my name is wrongly recorded as **Sk. RABIUL HOSEN** instead of my actual/ correct name with surname i.e. **Sk. RABIUL HOSSEIN** as declared In the Court of Ld. Judicial Magistrate, (1st class) at Kharagpur, vide Affidavit No. 7592, dated 12/06/2026. **Sk. RABIUL HOSSEIN** and **Sk. RABIUL HOSEN** are same & identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bappa Banerjee, S/o. Late Bholanath Banerjee, R/o. Surerpukur Main Road, Chandannagar, Hooghly-712136, W.B. do hereby declare that in my Birth Certificate (being Regn. No. D1064, dated 15.05.1996), Educational documents (W.B.B.S.E.), & S.B.I. Chandannagar Branch Pass Book (being a/c no. XXXXXXX1449) where my father's name has been recorded as Anil Banerjee & Anil Kumar Banerjee instead of his correct & actual name Bholanath Banerjee. I want to rectify where necessary by this Affidavit. That my father Bholanath Banerjee, Anil Banerjee & Anil Kumar Banerjee all are the same & one identical person vide an affidavit no. 4958, dated 15.06.2026, sworn before Judicial Magistrate, Chandernagore Court, Hooghly.

NOTICE

It is hereby informed to all on behalf of my client namely **Moumita Howladar Das**, W/o. Sekhar Howladar, resident of Nabadwip Teghari Field, P.O & P.S.- Nabadwip, Dist.- Nadia, Pin.-741302, that my above mentioned client purchased 04.95 Decimals of land under District Nadia, P.S. Nabadwip, Mouza 25 Pansila, R.S & L.R. Plot no. 831, L.R.R.O.R.- 24966 & 24879 on the strength of a registered sale deed vide no. 9319/2025, dated 16/09/2025, registered before the District Sub-Registrar Nadia, executed by power of attorney holders namely **1) Sekhar Howladar,** S/o. Sudhir Howladar, of Nabadwip, P.O. & P.S.- Nabadwip, **2) Subhas Sutradhar,** S/o. Ganesh Sutradhar, **3) Dipendranarayan Dey,** S/o. Dilip Kumar Dey, and **4) Israfil Sekh,** S/o. Sarifuddin Sekh, are resident of Vill & P.O- Bhaluka, P.S.- Kotwali, Dist.- Nadia, Power of Attorney executed by **1) Susmita Majumder,** W/o. Goutam Majumder and **2) Sumita Majumder ,** W/o. Nirmal Majumder, of Vill. & P.O.- Jahangirpur, P.S.- Kotwali, Dist.- Nadia, Pin.-741103 on strength of Power of attorney deed being no. 97/2022, dated 19/07/2022 registered at D.S.R. Nadia. Now it is required to record/mutate the name of my said client in the settlement record by the B.L.& L.R.O, Maheshganj, Nabadwip, Nadia. If anyone has any objection regarding said mutation, submit his/her written objection along with relevant documents the B.L & L.R.O. Maheshganj, within 30 days from the date of this publication, otherwise, the mutation process will proceed as per laws.

Sourav Kumar Das (Advocate)
Enrolment no. F/3381/3035/2022.
Nabadwip Court, Nabadwip, Nadia. 20/06/26

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)অশোক কুমার আদক, ২)তাপস কুমার আদক,** উভয়ের পিতা ব্রজেন্দ্র নাথ আদক, **৩)আকাশ মনি আদক,** পিতা দিলীপ কুমার আদক, সকলের সাকিম পায়রা, হাতনী, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, মহাশয়গণ বিগত ইং ০৯/০৬/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02903/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে **(সেখ রকিবুল,** পিতা সেখ শহর আলি, সাকিম কাশিয়াড়া, রাধাকান্তপুর, মেমারী, পূর্ব বর্দ্ধমান-৭১৩১৪৬) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৫/০৫/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02243/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **হাসিবা বিবি,** স্বামী সেখ শহর আলি, সাকিম কাশিয়াড়া, রাধাকান্তপুর, মেমারী, পূর্ব বর্দ্ধমান-৭১৩১৪৬, মহাশয়াকে ৩.৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বাঁটিকা, ০৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর ২৩২৪, ২৩২৫ ও ২৩২৬ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক ১৯৩৯ নং তথা হাল এল.আর ২০৫০ নং দাগে শালি জমি বর্তমানে ভিটি, ষোল আনায় ২৩৯ শতক তন্মধ্যে ৩.৫ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **হাসিবা বিবি,** স্বামী সেখ শহর আলি, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল. আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-**সেখ রকিবুল ,আমমোক্তার**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, ২)শ্রী বামদেব চক্রবর্তী, ৩)শ্রী ত্রিপুরারী চক্রবর্তী,** সকলের পিতা ৺যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী, সকলের সাকিম আদর্শনগর, কানাগড়, নলডাঙ্গা (ভায়া ব্যান্ডেল), চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, **৪)শ্রীমত্যা বন্দনা চক্রবর্তী,** স্বামী ৺ত্রিলোচন চক্রবর্তী, **৫)শ্রী তুহিন চক্রবর্তী,** পিতা ৺ত্রিলোচন চক্রবর্তী, ৪-৫নং এর সাকিম গোস্বামী মালিপাড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, **৬)শ্রীমত্যা তন্দ্রা গোস্বামী,** স্বামী শ্রী রঞ্জন গোস্বামী, পিতা শীতল প্রসাদ পাঠক, সাকিম ৩৩ ঝাঁপপুকুর নন্দিবাগান, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, **৭)শ্রীমতী শরণা চক্রবর্তী,** স্বামী শ্রী অশোক চক্রবর্তী, পিতা শীতল প্রসাদ, সাকিম রঘুবাটী, ব্রাহ্মনপাড়া, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৮/০৩/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00222/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে **(শ্রী কুনাল কান্তি ঘোষ,** পিতা শ্রী জগন্নাথ ঘোষ, সাকিম গোস্বামী মালিপাড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫,) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি হইতে বিগত ইং ১৪/০৭/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03649/2021 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী জগন্নাথ ঘোষ,** পিতা ৺কার্ত্তিক ঘোষ, সাকিম গোস্বামী মালিপাড়া, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়কে ০৮ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা গোস্বামী মালিপাড়া, ২৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর ৭৯ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর ১৩৮৭ নং দাগে শালি জমি, ষোল আনায় ০৮ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী জগন্নাথ ঘোষ,** পিতা ৺কার্ত্তিক ঘোষ, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী কুনাল কান্তি ঘোষ, আমমোক্তার**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২ শে জুন, ৭ ই আষাঢ়, সোমবার। অষ্টমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(রাত ৯/৮ মিনিট পর অম্বুবাচী প্রবৃত্তি। শ্রী শ্রী দেবীর অম্বুবাচী যাত্রা। অসম প্রদেশে কামাক্ষা মাতার পুজা।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

তিনটি যুদ্ধ জাহাজ সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক মাইলফলক: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারতীয় নৌবাহিনীর তিনটি অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজকে একসঙ্গে কমিশন করার ঘটনাকে দেশের সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে 'ঐতিহাসিক মাইলফলক' বলে উল্লেখ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার সমাজমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেন, 'আজ দেশের জন্য এক গর্বের ও স্মরণীয় মুহূর্ত। কলকাতায় আইএনএস অগ্রয়, আইএনএস দুনাগিরি এবং আইএনএস সংশোধকের কমিশনিং অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালও উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় লেখেন, 'এই অত্যাধুনিক রণতরীগুলি ভারতীয় নৌবাহিনীর কার্যক্ষমতা ও কৌশলগত শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করবে। দেশের সমুদ্রসীমা সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি একটি শক্তিশালী ও নিরাপদ ভারতের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করবে।'

নৌসেনার আধিকারিক ও নাবিকদের উদ্দেশে শুভেচ্ছাবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নৌবাহিনীর সমস্ত আধিকারিক ও নাবিকদের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। তাঁদের যাত্রা হোক সফল ও নিরাপদ।'

প্রসঙ্গত, কলকাতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় নৌবাহিনীর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জাহাজকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতিরক্ষা মহলের মতে, এর ফলে ভারতীয় নৌবাহিনীর নজরদারি, প্রতিরক্ষা এবং সামুদ্রিক অভিযান পরিচালনার সক্ষমতা আরও শক্তিশালী হবে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে চলছে যোগা।
ছবি: অদিতি সাহা

বাবার সঙ্গে কেনাকাটা। ফাদার্স ডে উপলক্ষে ধর্মতলা অঞ্চলে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

১০ জুলাইয়ের মধ্যে সমস্ত বন্ধ জুটমিল খুলে যাবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আগামী ১০ জুলাইয়ের মধ্যে সমস্ত বন্ধ জুটমিল খুলে যাবে। রবিবার টিটাগড় টাটাগেটে নিজের কার্যালয়ের উদ্বোধন করে এমনটাই বললেন রাজ্যের শ্রম ও পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। জুটশিল্পের দৈন্যদশা নিয়ে শ্রম মন্ত্রী বলেন, মৌলিক সমস্যা হল, এখানে পাট চাষ কমে গেছে। কিষাণ ক্রেডিট আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে চাষিদের চাষ করতে হবে। আর জুট কমিশনারের মাধ্যমে সেই পাট চাষিদের কাছ থেকে কেনা হলে তাঁরা লাভবান হবেন। কিন্তু এক শ্রেণির দালাল কম দামে পাট কিনে নেয়। যার ফলে চাষিরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে। তিনি আরও জানান, জুটমিল শ্রমিকরা যাতে পিএফ এবং ইএসআই থেকে বঞ্চিত না হন, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে। রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, ২৪৭ টি বাস বাতিল হয়ে গেছে। ৫৭ টি বাস ১৫ বছরের বেশি অতিক্রম করে ফেলেছে। সুতরাং এই বাসগুলো চলবে না। তিনি জানান, মেইন রোডে টোটো চলবে না। মেইন রোডে বাস চলবে। তাছাড়া ইলেকট্রিক বাস কেনা হবে। তার জন্য চার্জিং পয়েন্ট বসানো হচ্ছে। গ্যাস চালিত বাসের জন্য গ্যাস প্ল্যান্ট বসানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৫৬ টি বাস রাস্তায় নেমেছে। পরিবহণ ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করতে মন্ত্রী আরও জানান, জলপথে দ্রুত গতিতে যাতে কলকাতায় পৌঁছন যায়, সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি কলকাতা শহরে অত্যাধুনিক ট্রাম চলবে। বিদেশে মিনি মেট্রো যেমন চলে। কলকাতা শহরে তেমনি ট্রাম চলবে। নিজের কার্যালয় উদ্বোধন নিয়ে শ্রম ও পরিবহণ মন্ত্রী জানান, ব্যারাকপুর থেকে ডানলপ পর্যন্ত পরিবহণ কর্মীদের সমস্যা এই কার্যালয় থেকে সমাধানের চেষ্টা করা হবে। তাছাড়া শিল্পাঞ্চলের জুটমিল সংক্রান্ত সমস্যাও সমাধানের চেষ্টা করা হবে। উক্ত কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন বীজপুরের তরুণ বিধায়ক সুদীপ্ত দাস, টিটাগড় মণ্ডল সভাপতি সন্তোষ সিং, চিকিৎসক সেলের চন্দ্রমণি শুক্লা, রাজেন সিং প্রমুখ।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের যোগ ও ধ্যানের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যোগ সারায় রোগ— বহু প্রাচীন এই প্রবাদটি আক্ষরিক অর্থেই সত্যি। সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি হিসেবে সেই আদিকাল থেকে যোগের গুরুত্ব অপরিসীম। আসলে যোগ হল ভারতীয় ঐতিহ্যের এক বিশেষ ধরনের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রথা। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - এমন এক প্রতিষ্ঠান যে সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। তাই সমাজের কাছে অঙ্গীকার হিসেবে ও নাগরিকদের সুস্থ জীবনযাপনে উৎসাহ দিতে এই সংস্থাও ২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবস পালন করল। এই উপলক্ষে যোগ ও ধ্যানের ওপর কর্মশালার আয়োজন করা হয়। যেখানে যোগা গুরু হিসেবে সকলকে দিশা দেখান যোগা গুরু রূপন পাল ও নিরঞ্জন ভট্টাচার্য। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর রূপক সাহা জানান, এই কর্মশালা কোনো একদিনের অনুষ্ঠান নয়, এটি আসলে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া।

মোহরকুঞ্জে যোগ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে কনফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মোহরকুঞ্জে এক বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় ভোর ৫.৩০ টা নাগাদ, এরপর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের থিম ছিল 'যোগা ফর ইভরিওয়ান', যেখানে অংশগ্রহণ করেছিল পড়ুয়া থেকে শুরু করে উদ্যোক্তরা। যোগা শেষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ছিল রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা। অনুষ্ঠানটি সফল করতে সাহায্য করেছেন সুপারটন, সিগমা, এলকস, ড্রলিয়া কেমিক্যালস, অতিথি, মালা কটন শাড়ি ও অন্যান্যরা। এই উদ্যোগের নেতৃত্বে রয়েছেন কনফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সুশীল পোদ্দার, সহ-সভাপতি প্রদীপ লুহারিওয়ালা, সিকে ভরদরাজন, ও জেনারেল সেক্রেটারি জে এল বারোদিয়া সহ অন্যান্যরা।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আয়কর আবাসন, পূর্বায় বিশেষ যোগ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে রবিবার কলকাতার আয়কর আবাসন, পূর্বায় অনুষ্ঠিত হল বিশেষ যোগাভ্যাস ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি। আয়কর আবাসন, পূর্বা এবং উৎকর্ষে আরোহণের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যোগা ফর হেলথি এজিং বা সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগচর্চা।

আবাসনের মাঠে কর্মী, অফিসার এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও যোগাভ্যাসে অংশ নেন। বর্তমান ব্যস্ত জীবনযাত্রায় শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে যোগব্যায়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে বয়স্কদের সুস্বাস্থ্য, মানসিক প্রশান্তি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নিয়মিত যোগচর্চা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বয়সের সদস্যরা অসীম উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে যোগাসন, প্রাণায়াম এবং ধ্যানের বিশেষ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি যোগচর্চার উপকারিতা এবং সুস্থ জীবনধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

উৎকর্ষে আরোহণের আহ্বায়ক অনুপম মজুমদার বলেন, এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্য— এই বার্তাকে সামনে রেখে সমাজে সুস্থতা ও সচেতনতার প্রসার ঘটানোই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে যোগচর্চার মাধ্যমে মানুষ ও প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ, সুস্থ ও টেকসই পৃথিবী গড়ে তোলার অঙ্গীকারে কয়েকটি বৃক্ষরোপণ করা হয়। এই প্রতীকী উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার বার্তা তুলে ধরা হয়। উপস্থিত সকলেই এই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান এবং পরিবেশবান্ধব জীবনধারা গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

চার্টার্ড বিমানে ৪ বছরে দেড়শো কোটির খরচ! তৃণমূলের আর্থিক ব্যয় নিয়ে তৈরি দলীয় বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাব্বিশের নির্বাচনে দলের শোচনীয় পরাজয়ের পর দলের মধ্যেই সাংগঠনিক সংকট, দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্নের মধ্যেই এবার নতুন বিতর্ক তৈরি হল অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের বিমানযাত্রার খরচ। দলীয় নথির তথ্য সামনে আসতেই তাই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। তথ্য বলছে মাত্র চার বছরে চার্টার্ড বিমানের পিছনে প্রায় দেড়শো কোটি টাকা ব্যয় করেছে রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল।

সম্প্রতি প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী, ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে চার্টার্ড উড়ান বাবদ ব্যয়ের অঙ্ক ১৪০ কোটিরও বেশি। বছরভিত্তিক হিসাব করলে ২০২২ সালে প্রায় ৩৫ কোটি, ২০২৩ সালে ১৩ কোটি, ২০২৪ সালে ৫৬ কোটি এবং ২০২৫ সালে ৩৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের দাবি, দেশের কোনও আঞ্চলিক দলের ক্ষেত্রে এত বিপুল বিমান ব্যয়ের উদাহরণ আগে কখনও সামনে আসেনি। আর এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের অভ্যন্তরে অভিযোগ উঠছে, নিয়মিত বাণিজ্যিক বিমানের বদলে বহু ক্ষেত্রেই বিশেষ চাটার্ড বিমানে যাতায়াত করেছেন। সাধারণভাবে যে যাত্রার খরচ দশ-বিশ হাজার টাকায় যাওয়া সম্ভব, সেখানে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে প্রশ্ন তুলছেন দলের নেতারাই।

এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ প্রকাশ্যেই মন্তব্য করেছেন, দলীয় তহবিলের অর্থ এভাবে ব্যবহার হয়ে থাকলে তিনি এই ব্যয়কে সমর্থন করছেন না। ফলে বিতর্ক এখন দলের ভিতরেই শুরু হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, ছাব্বিশের নির্বাচনে পরাজয়ের পর যে সময়ে সংগঠন পুনর্গঠন করার কাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেই সময়েই বিপুল ব্যয়ের এই তথ্য নেতৃত্বের সামনে নতুন অস্বস্তি তৈরি করতে শুরু করেছে। এখন বিতর্ক বিশেষ করে দলের অর্থের উৎস, ব্যয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার এবং সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও প্রশ্ন আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা করছে রাজনৈতিক মহল।

তাই চার্টার্ড বিমানের খরচ এখন আর শুধুই টাকার অঙ্ক নয়। সেটা এখন তৃণমূলের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পথচলা, নেতৃত্বের জবাবদিহি করার দায়বদ্ধতা এবং দলীয় স্বচ্ছতা নিয়েও নতুন বিতর্ক তৈরি হতে চলেছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২২ জুন ২০২৬, ৮ আষাঢ় ১৪৩৩, সোমবার

ময়নাগুড়ি বাস দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে জাতীয় সড়ক ২৭-এর উল্লাডাবরি জোড়াবাধ এলাকায় ভয়াবহ বাস-ট্রাক সংঘর্ষের ঘটনায় রবিবার গভীর শোক প্রকাশ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি তার এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, এই মর্মান্তিক ঘটনায় যাঁরা প্রিয়জন হারিয়েছেন, তাঁদের শোকের অংশীদার রাজ্য সরকার।

সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, দুর্ঘটনার পর থেকেই জেলা প্রশাসন ও পুলিশ উদ্ধার এবং ত্রাণকাজে নেমেছে। আহতদের দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনকে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে গোটা পরিস্থিতির তদারকির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রক্তাক্ত অবস্থায় প্রচুর মানুষজনকে নিয়ে যাওয়া হয় জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে ও ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। বেশ কয়েকজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হচ্ছে।

এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতে আর্থিক সহায়তার ঘোষণাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী, মৃতদের নিকটাত্মীয়দের ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। গুরুতর আহতদের দেওয়া হবে ১ লক্ষ টাকা এবং সামান্য আহতদের ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে আহতদের সম্পূর্ণ চিকিৎসার খরচ রাজ্য সরকার বহন করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই গভীর শোকের সময়ে আমরা দুর্গত পরিবারগুলির পাশে রয়েছি এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করা হবে। এই দুর্ঘটনার পর প্রশাসনের তৎপরতায় উদ্ধারকাজ ও চিকিৎসা পরিষেবা জোরদার করা হয়েছে বলেই দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিট পরীক্ষা দিতে গিয়ে সমস্যায় পরীক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: রবিবার ছিল সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট ইউজি-র পুনঃপরীক্ষা। এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে প্রশাসনিক তৎপরতার বহর বেশি থাকলেও, কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে অব্যবস্থার নতুন ছবি সামনে এল। পরীক্ষা শুরুর আগেই 'গেট' সংক্রান্ত ঝামেলায় বিভ্রান্তি ও হয়রানির শিকার হতে হয় পরীক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকদের।

এই নিট পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে রবিবার সকাল থেকেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পরীক্ষার্থীদের ভিড় জমতে শুরু করে। আর এখানেই সমস্যার শুরু। পরীক্ষা কেন্দ্রে জানানো হয়, ১ নম্বর গেট শুধুমাত্র ইংরেজি মাধ্যমের পরীক্ষার্থীদের প্রবেশের জন্য নির্ধারিত। আর ৪ নম্বর গেট সংরক্ষিত রাখা হয়েছে বাংলা মাধ্যমের পরীক্ষার্থীদের জন্য। এদিকে জাতীয় পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা বা এনটিএ কর্তৃক প্রদত্ত পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ডে এই বিশেষ গেট বিভাজনের কোনও উল্লেখই ছিল না। ফলে কোন গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হবে, তা বুঝতে না পেরে চূড়ান্ত বিভ্রান্তিতে পড়েন পরীক্ষার্থীরা। পরিস্থিতি আরও জটিল হয় যখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়মে পরীক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করতে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়। কোন দিক দিয়ে ঢুকলে সুবিধা হবে, তা জানানোর জন্য ক্যাম্পাসের ভিতরে কোনও গাইড বা নির্দেশক বোর্ডও রাখা হয়নি।

আর এই ঘটনায় ক্যাম্পাসের বাইরে দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে সঠিক গেট খুঁজতে গিয়ে এই বৃষ্টির মধ্যে পরীক্ষার্থীদের অন্তত ২০ থেকে ২৫ মিনিট সময় নষ্ট হয়। এতেই ক্ষুব্ধ হন অভিভাবক থেকে পরীক্ষার্থীরা।

যাদবপুরের এই বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদ দিলে, দেশ জুড়ে মোট ২২ লক্ষ ৭১ হাজার পরীক্ষার্থীর সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। কোথাও পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ নিখরচায় বাস পরিষেবা চালু করা হয়, আবার কোথাও এই ভ্যাপসা গরমে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্বস্তি দিতে পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে তৈরি করা হয় বিশেষ 'কুলিং জোন'।

রবিবার দুপুর ২টো থেকে দেশজুড়ে এই পরীক্ষা শুরু হয়। পুনঃপরীক্ষার নিয়ম অনুযায়ী এবার সময়সীমা ১৫ মিনিট বৃদ্ধি করা হয়েছিল, যার ফলে পরীক্ষা শেষ হয় বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে। পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছনোর জন্য বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। ১টা ৩০ মিনিটের পর আর কোনও পরীক্ষার্থীকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

এবার পরীক্ষায় সব রকমের জালিয়াতি ও অসৎ উপায় রুখতে নজিরবিহীন নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। গোটা দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় মোতায়েন করা হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ কর্মী ও উচ্চপদস্থ আধিকারিককে। বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে কড়া নজরদারির জন্য মোট ৬,৬৬৯ জন অবজার্ভার বা পর্যবেক্ষক উপস্থিত রয়েছেন। এ ছাড়াও শহরাঞ্চলের কেন্দ্রগুলির ওপর কড়া নজর রাখতে ৬৭৪ জন সিটি কো-অর্ডিনেটরকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রে বসানো সিসি ক্যামেরার লাইভ ফিডের সাহায্যে কন্ট্রোল রুম থেকে সরাসরি কড়া নজরদারি চালাচ্ছেন শীর্ষ আধিকারিকেরা।

আমাদের যোগের মেন্টর প্রধানমন্ত্রী, এর চেয়ে ভালো কিছু হয় না: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে রবিবার রেড রোডে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে নিজের ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিকে তিনি বাংলার জন্য একটি বিশেষ মুহূর্ত বলেই উল্লেখ করেন। যোগাভ্যাসে অংশ নেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিং বলেন, আমরা রেড রোডে যোগ ব্যায়াম করছি। আর প্রধানমন্ত্রী আমাদের মেন্টর হয়ে আমাদের পরিচালনা করছেন। এর চেয়ে আনন্দের কিছু হতে পারে না। এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। তাঁর এই মন্তব্যে প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানের আবেগঘন পরিবেশেরই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

এদিন ভোর থেকেই রেড রোডে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে যোগাভ্যাসে অংশ নেন বিভিন্ন বয়সের মানুষ। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকেও বহু মানুষ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতায় আসেন।

অর্জুন সিং বলেন, যোগ শুধু শরীরচর্চা নয়, এটি সুস্থ ও সুশৃঙ্খল জীবন গঠনের অন্যতম মাধ্যম। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে কেন্দ্র করে মানুষের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে যোগচর্চা এখন রাজ্যে একটি জনআন্দোলনের রূপ নিয়েছে। রেড রোডের এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাও ছিল যথেষ্টই নজরকাড়া। অনুষ্ঠানের আয়োজকদের দাবি, বিপুল জনসমাগমের মধ্যে রবিবারের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

প্লাস্টিকমুক্ত বাজার তৈরিতে কড়া পদক্ষেপ, ব্যাগ ভুললে বাজারে মিলবে ভেন্ডিং মেশিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার থেকে রাজ্যের কোনও বাজারে আর প্লাস্টিকের ব্যাগ চলবে না। পরিবেশ দূষণ রুখতে রাজ্যের সব বাজারের জন্য প্লাস্টিকবিরোধী কড়া অবস্থান নিল নবান্ন। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, বাজারে প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করা হবে। পাশাপাশি ক্রেতাদের সুবিধার জন্য বাজারের প্রবেশপথে বসানো হবে বিশেষ ভেন্ডিং মেশিন।

এই বিষয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল জানান, কেউ বাড়ি থেকে ব্যাগ আনতে ভুলে গেলে বাজারের মূল গেটের সামনে বসানো ওই মেশিন থেকে ১০ থেকে ১৫ টাকার বিনিময়ে পরিবেশবান্ধব ব্যাগ সংগ্রহ করতে পারবেন। প্লাস্টিকের ব্যাগের বদলে পুনর্ব্যবহারযোগ্য সুতির বা কটনের ব্যাগ ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সরকারি সূত্রে খবর, নতুন ব্যাগগুলি এমনভাবে তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যাতে মাছ, মাংস বা সবজি, সব ধরনের ব্যবহারের জন্য একই ব্যাগ বারবার যাতে ব্যবহার করা যায়। লোকেদের পছন্দ হওয়ার জন্য ব্যাগের নকশাও আকর্ষণীয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তা একবার ব্যবহার করে ব্যবহারকারী তা ফেলে না দেয়।

মন্ত্রীর দাবি, রাজ্যে প্লাস্টিক বর্জ্য কমানো এবং বাজার সংস্কৃতিতে পরিবেশবান্ধব অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আগামী সেপ্টেম্বর থেকে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার প্রস্তুতি রাজ্য সরকার শুরু করতে চলেছে বলেই মন্ত্রী দাবি করেন।

রবিবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে মিলেনিয়াম পার্কে আয়োজিত হল যোগাভ্যাসের অনুষ্ঠান। ছবি: অদিতি সাহা

CONFEDERATION OF WEST BENGAL TRADE ASSOCIATIONS

CWBTA

cwbta.in

INTERNATIONAL YOGA DAY

MAKING A BIG SUCCESS, A BIG THANKS TO YOU ALL

International Yoga Day 2026 witnessed an overwhelming response across all 23 districts of West Bengal, with enthusiastic participation from our members, chapters and thousands of citizens. We extend our heartfelt gratitude to the Government of West Bengal for its invaluable support in making this statewide celebration a remarkable success.

SUPERTRON empowering partnerships · SIGMA 24 ENERGY Rechargeable Solutions · Elkos BALL PEN GEL PEN SKETCH PEN · DROLIA CHEMICALS · BHAJANLAL · Mala COTTON SAREES · PRITAM SWITCH ON THE GOOD TIMES · RG Cellulars · অতিথী · JASORIYA RICE MILL

সম্পাদকীয়

‘মিস সেলিং’ নিয়ে আরবিআইয়ের কড়া পদক্ষেপ আরও আগে প্রয়োজন ছিল

‘মিস সেলিং’-এর জমানা শেষ। আর গ্রাহককে হেনস্তা করতে পারবে না ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান। কড়া ভাষায় সম্প্রতি সে কথা জানিয়ে দিয়েছে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আরবিআই। এই ঘোষণা সামনে আসতেই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন সাধারণ গ্রাহকরা। এখন প্রশ্ন হল ‘মিস সেলিং’ বিষয়টি ঠিক কী? দেশের একটা বড় অংশের গ্রাহক এর শিকার হলেও তাদের কোনও ধারণা নেই এই ‘মিস সেলিং’ সম্পর্কে। ‘মিস সেলিং’ হল, ব্যাঙ্কের তরফে গ্রাহককে তাঁর প্রয়োজনের বাইরে যখন কোনও অর্থনৈতিক পণ্য কিনতে বাধ্য করা হয় বা ভুল বুঝিয়ে গছিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলে ‘মিস সেলিং’। যেমন, আপনি ব্যাঙ্কে গেলেন লোন নিতে। আপনাকে বলা হল, লোন মিলবে, তবে এত অঙ্কের টাকা তমুক খাতে বিনিয়োগ করতে হবে। নয়তো কোনও বিমা কিনতে হবে। তবেই মিটবে আপনার প্রয়োজন। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভাষায় একেই বলা হয় ‘মিস সেলিং’। এবার এই অবাঞ্ছিত কাজ বন্ধ করতে ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কড়া বার্তা দিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। শুধু নিজেদের ইচ্ছে মতো পলিশি বিক্রিই নয়, ঋণ নিতে গেলে হাজারো রকমের অ্যাপ ইনস্টল করানো, আগের ঋণের সঙ্গে টপ আপ জুড়তেও জোরাজুরি করা, এসব এখন ব্যাঙ্কের পরিচিত সংস্কৃতি, ভুক্তভোগী মাত্রই তা জানেন। এই নিয়েই এবার কড়া নির্দেশ দিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। গ্রাহকের প্রয়োজনের বাইরে কিছু গছিয়ে দেওয়া যাবে না বলে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। আশা করা যায়, আরবিআইয়ের এই নির্দেশের পর এসব বন্ধ হবে। গত সপ্তাহেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সেকেন্ড আমেন্ডমেন্ট ডিরেকশন্স ২০২৬ জারি করেছে। সেখানেই সরকারি ও বেসরকারি সব বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উপর এই নির্দেশ কার্যকর হতে চলেছে। স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক, পেমেন্টস ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং লোকাল এরিয়া ব্যাঙ্কের জন্য পৃথক পৃথক নির্দেশিকা জারি করেছে আরবিআই। ২০২৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এই নির্দেশ কার্যকর হবে। সব কিছু গুছিয়ে নিতে সাড়ে ৬ মাস সময় দেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্কগুলিকে। তবে আরও আগে এই পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল।

শব্দছক ১৯৬

রবি দাস

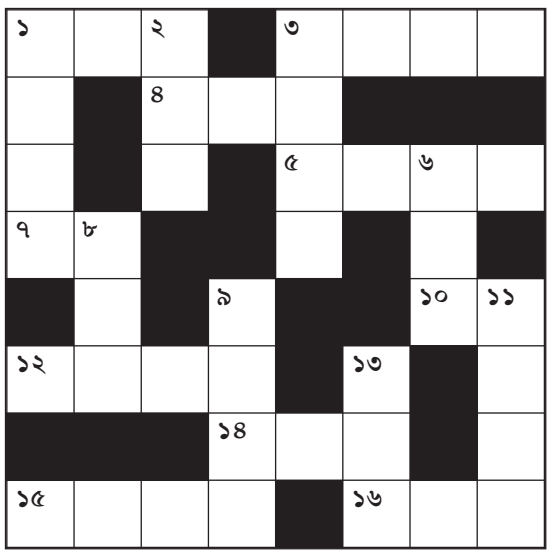

পাশাপাশি: ১. গরুর চোখের মতো ছিদ্রপথ ৩. যা লুপ্ত হয়ে গেছে ৪. মাছি ৫. যুদ্ধের বাদ্য যন্ত্র ৭. কোমর ১০. লক্ষ্মীদেবী ১২. যা লেখনীতে সীমাবদ্ধ নয় ১৪. সুন্দরবনের নদীতে ধারালো দাঁতযুক্ত প্রাণী ১৫. দেবতা শিব ১৬. সমৃদ্ধি

ওপর-নিচ: ১. যিনি গবেষণা করেন ২. শক্তি ৩. কোন কারণ ছাড়াই ৬. বরফ ৮. সিঁথিতে পরার নারী-অলঙ্কার ৯. আজকের আগের দিন ১১. সম্মানীয় ব্যক্তি ১৩. গাছের শাখা

সমাধান ১৯৫ — পাশাপাশি: ১. তোসদান ৪. হর্দম ৫. ষাট ৭. লিকার ৯. আকাশপাতাল ১১. দেবতা ১৪. পাকল ১৬. বনজ ফসল ১৯. বলদ ২০. শাল ২১. নধর ২২. নরান্তক

ওপর-নিচ: ১. তোষামুদে ২. ঘট ৩. নলিকা ৪. হরপা ৫. মঙ্গল ৮. কাশন ৯. আতা ১০. তারক ১২. বদন ১৩. সফল ১৪. পাল ১৫. ললকলক ১৬. বচন ১৭. জবর ১৮. মদন ২০. শানু

আজকের দিন

■ **১৯৪১** — নাৎসি জার্মানি ‘অপারেশন বারবারোসা’র মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে।

■ **১৯৪৫** — জাপানি দ্বীপটি সুরক্ষিত করার মধ্য দিয়ে ওকিনাওয়ার যুদ্ধ শেষ হয়।

■ **১৯৮৬** — আর্জেন্টাইন ফুটবলার দিয়েগো মারাদোনা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ফিফা বিশ্বকাপে তাঁর কুখ্যাত ‘হ্যান্ড অফ গড’ গোলটি করেন।

জন্মদিন

১৯৩২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অমরীশ পুরীর জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা টম অল্টারের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নীতিনভাই প্যাটেলের জন্মদিন।*

অমরীশ পুরী

ক্ষমতা হারানোয় চেনা গেল স্বার্থপর মানুষগুলি

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

এক মাসের মধ্যে অচলাবস্থায় তৃণমূল। হ্যাঁ, তৃণমূল ভাঙনে। বোঝা গেলো মানুষ কত স্বার্থপর, কত বেইমান। যখন তৃণমূলের ভালো সময় ছিল তখন কত পার্টিভক্ত মানুষ দেখা গেছে। কেউ সিনেমা ছেড়ে বা ধরে রাজনীতি করেছেন, কেউ খেলা ছেড়ে বা ধরে রাজনীতি করেছেন। বাদ যায়নি নাট্য কর্মী কবি,সাহিত্যিক, সাংবাদিক থেকে শুরু করে নানা পেশা থেকে উঠে আসা বিভিন্ন বিশিষ্ট জনেরা। সবাই দেশ সেবাতে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। না, এমনটা দেখানো হয়েছিল। বাস্তবে যে অন্য গল্প। তা বোঝা যাচ্ছে তৃণমূলের ঘর ভাঙার পর বেশিদিন হয়নি। এরমধ্যে বিধায়কের একটা টিম আর সংসদের আরেকটা টিম। বিধায়ক যারা কিনা আবার প্রত্যেকে নিজেদের আসল তৃণমূল দাবি করে। তাহলে কি তারা এতদিন নকল তৃণমূলে ছিলেন? প্রশ্ন আসবে না তৃণমূল থেকে যাবতীয় সব কিছু ভোগ করে এভাবে পাল্টি খাওয়া যায় জাস্ট হেরে গেছে বলে,ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনি বলে। খারাপ পার্টি হয়ে গেল! অদ্ভুত ব্যাপার! যারা তৃণমূলের বড় ভক্ত ছিলেন ,যারা দিদিকে ছাড়া কিছুই জানতেন না, বুঝতেন না তারা আজ দিদিকে ফেলে পালিয়ে গেলেন! কাকে ছেড়ে কার কথা বলব। সংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, মালা রায়, সায়নী ঘোষ, সাগরিকা ঘোষ, দেব, শতাব্দী, রচনা, ইউসুফ পাঠান, কাকলী ঘোষ দস্তিদারের মত তাবড় তাবড় সাংসদেরা পালিয়েছেন। মিলেছে অনামী ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টিতে। যারা কিনা এন ডি এর শরিক। ভাবুন একবার! মিলে গেলো পরোক্ষে। যে সায়নী ঘোষ দিদির এতো প্রচার করেছিলেন,যাকে দিদির উত্তরসূরি ভাবা হচ্ছিল আজ সেই বিমুখ হলো! এখন যত দোষ সেই ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে। সুদীপ বন্দোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম মমতার ডানে বামে ঘোরা মানুষ আজ কত সহজে পাশা বদলে ফেললেন। জাস্ট ভাবা যায় না। এরা কত বড় স্বার্থপর যে যারা ১৫ বছর কি তার বেশি নানা সুবিধা ভোগ করে আজ অসময়ে তারা এত সহজে দলছুট। ভাবা যায়! কলকাতার মেয়র যে পদে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন সেই পদে ফিরহাদ হাকিম ছিলেন। সুতরাং কি দরজা তিনি পাননি ভাবুন একবার। জাস্ট তৃণমূলের ক্ষমতা চলে গেছে বলে ছুঁতো খুঁজে কেটে পড়া। এই হার যদি আমরা না দেখতাম তাহলে এই চিত্র ধরা পড়ত না। নিজেদের সৈনিক বললেও ভাবে এরা রাজার পদে আসিন। না, কিছুতেই ক্ষমতা ছেড়ে থাকতে পারছেন না।

আচ্ছা, ৮০ টি আসন তো কম নয়! তবে কেনো এরা এতো তাড়াতাড়ি ভেবে নিলেন যে তারা ফুরিয়ে গেছেন! যথেষ্ট ফাইট দেওয়া যেত। একটুও কৃতজ্ঞতা নেই এদের। যেখানে খেলো, পড়ল, বিস্তার করলো সেখানে সামান্য অস্বচ্ছলতার পালিয়ে যেতে হলো। টাকা, পদ, দুর্নীতি এতটাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে যে পরিত্রাণের জন্যে অন্য ডালে গিয়ে আশ্রয় নিতে হলো। তৃণমূলের যারা কর্মী তারাও বোধহয় এই উচ্চ লেবেলে এতো ঘুঘুর বাসা তারা কল্পনা করতে পারেননি। এই ভোট যদি সঠিক রায় দানের ভোট হয় তো তবে এই ভোট হিন্দু বলয়ের ভোট। হিন্দু জোটের ভোট। ভালো। সব সনাতন এক হয়েছে। কিন্তু আগুন তো ঘরে। ঘরেও এতো বিষ তা কে জানতো! না, দিদি জানতো না। দিদি এদের চিন তে ভুল করেছে। ভুল অনেক আছে। কিন্তু সরষের মধ্যে এতো ভূত থাকলে চলবে কেনো। এখন তো ভাবতে হচ্ছে এরা ১৫ বছর চলল কি করে? মনে হয় কষ্ট করে। তবে কি দিদি এটা জানতেন। তবে কি এই কারণে অনেক দিন নিজের হাতে রাশ রেখেছিলেন। না,শেষের দিকে পারেন নি। অভিষেক, আইপ্যাক, দুর্নীতি সব কিচ্ছু আলগা করে দিলো। এমনটা কেউ ভাবেন নি। এখন অনেক কিছু ফ্যাক্টর হলেও সব দোষ নন্দ ঘোষের দিকে যাচ্ছে। অভিষেক অভিষেক আর অভিষেক! অথচ এই অভিষেককে সেনাপতি বলেছেন সকলে। যুব শক্তির প্রতীক বলেছিলেন সকলে। তবে? আমি অভিষেকের হয়ে বলছি না। আমি পালানোর এই অভিষেক ইস্যুকে অহেতুক হিসাবে মনে করছি। জাস্ট ছুঁতো বলে মনে করি যারা এভাবে এই অসময়ে দিদির পাশ থেকে সরে দাঁড়ালেন।

এই যে বর্তমান পরিস্থিতি; তাতে হতবাক হতে হয়! এখন এটা বোঝা যাচ্ছে যে রাজনীতিতে সব সম্ভব। এখানে কোনো কেউ কারো নয়। সুযোগ পেলেই সবাই ক্ষতি করার জন্যে বসে আছে। এই প্রজন্ম ভাবতে বসেছে সক্রিয় পলিটিক্স খুব কঠিন জিনিস। একবার দিল্লিতে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর হাই, হ্যালো করে এক বিধায়ক কিভাবে ভোল পাল্টে ফেলল! হ্যাঁ,আমি জেতা বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলছি। ওনার মাথা গিয়ে বিগড়ে গেলো। উনি তারপর আসল তৃণমূল বানানো দায়িত্ব নিলেন। হলেন দুই তৃতীয়াংশের বেশি বিধায়কের সম্মতিতে স্পিকার অনুমোদনে বিরোধী দলনেতা। এই চিত্র আমার হালফিলের দেখিনি। আমরা দেখিনি যে আগেই ঠিক করা দলের অন্যতম বিধায়ক শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বিরোধী দলনেতা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে নব্য তৃণমূলে নতুন বিরোধী দলনেতা তৈরি হলো? অদ্ভুত ব্যাপার! আমাদের তো এখন মনে হয় যে এর থেকে তো হুমায়ূন কবির অনেক ভালো মানুষ। যাকে গড্ডার বলে ভাবা হয়েছিল। সে তো চোখের সামনে দল ছেড়েছে ও নতুন দল গড়েছে। আবার দুই জায়গায় জিতে এখন রেজিনগরের জেতা আসন দিদির জন্যে ছেড়ে দিতে চাইছেন। দিদিকে আবার বিধানসভায় দেখতে চাইছেন। তিনি আরও মনে করেন তিনি দিদিকে। জেতাতে পারবেন। আরো বিশ্বাস করেন যে দিদি জিতলে আবারো বিরোধী দলনেত্রী হতে পারবেন। এই ভাবনাও বা কম কি।

এখন দেখা যাচ্ছে যে দিদিকে ধোঁকা দেওয়ার লোক অনেক। তিনি কাকেই বা বিশ্বাস করবেন। কিভাবে মানুষ চিনবেন। অথচ যেভাবেই হোক না কেনো তৃণমূলের মানুষকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে তখন তার আর ভালোমন্দ জ্ঞান থাকে না। দিদি আজ আবারো পথে। প্রতিবাদে। সঙ্গে পাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। নিজ কেন্দ্রে হেরেও তিনি আজও সেখানে মানুষের নয়নের মণি। জয়বাংলা ডাক পাচ্ছেন। তিনি এস আই আরের নির্মম সত্যের সামনে লড়েও তিনি চল্লিশ পারসেন্ট এর বেশি ভোট পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে। এটা কম কথা নয়। বেশি তো ফারাক ছিল না। তবে কেনো প্রায় সবাই ভয়ে পালিয়ে গেলেন? নাকি এর পেছনে রয়েছে আরো কোনো বড় রহস্য! এরা কারা?

এদের কোনো আদর্শগত সামান্য বোধ নেই। ভুল বললাম আছে বাট স্বার্থ আছে তারও আগে। এতো তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে যাবে এটা কি কোনো মানুষ বুঝতে পেরেছিল? সাধারণ মানুষকে কিভাবে এর বোকা সাজাচ্ছে। মানুষ বোকা হচ্ছেও। হ্যাঁ, বার বার বোকা হচ্ছেন। কারণ বোকা হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই তাদের। আর এই ভাবেই নেতারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হচ্ছেন। ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে যে দলের মধ্যে আবার একটি দল হয়েছে। যারা নাকি সঠিক বেঠিক কাজ ধরতে বা করতে তৎপর হবেন! এরা কারা? এর থেকে তো এখন দেখতে পাচ্ছি বিজেপি অনেক গোছানো দল। সিদ্ধান্ত হয় কেন্দ্র থেকে। সরকার সবার। সকলের জন্যে কাজ। অবশ্যই ভুলভ্রান্তি থাকবে। সমালোচনা হবে। পুরস্কারও হবে, শাস্তিও পাবে। তাই বলে পালালে চলবে না। এখনো কুলাল ঘোষ, শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, মাদন মিত্র ,সৌগত রায় বা লড়ছেন। চোর চোর বদনাম নিয়ে, ডিম থেরাপির মধ্যেও এখনো মমতার সঙ্গে আছেন বেশি কিছু বিধায়ক, সাংসদেরা। এখন দেখার এটা কতদিন তারা ধরে রাখতে পারেন। তবে এখনো যারা দিদির সঙ্গে আছেন তাদের সেলুট। আবার দিদি জাগবেন কিনা, আবার লড়াই দিতে পারবেন কিনা সেটাই এখন দেখার। আমরা অপেক্ষায় আছি। কারণ রাজনীতিতে সব কিছু সম্ভব। তাই না?

পরিবর্তনে পরিবর্তনের ছোঁয়া

সুবল সরদার

রাজ্যে পালা বদল। জনগণ তাই চাইছিল। পরিবর্তনের পরিবর্তন ভালো লাগার কথা। তবু যেন গলায় কাঁটা ফোটার মতো মনে খচখচ করছে। রাজ্যের অনগ্রসর কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ মহাশয় কখনো ওসি-র চেয়ারে বসছেন, কখনো বা বিডিও-র চেয়ারে বসছেন। মনে হয় উনি বসার কোথাও জায়গা পাচ্ছেন না। গণতন্ত্রে প্রোটোকল-বিরোধী কাজকর্ম শিষ্টাচার নয়। জনগণের কাছে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। মনে রাখা দরকার, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন অগ্নিকন্যার রূপ ধারণ করে বেহালা থানায় গিয়ে ওসি-র চেয়ারে বসতে গিয়েছিলেন, তৎকালীন ওসি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গালে চড় মেরেছিলেন। মনে রাখা দরকার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বাড়িতে যে পুলিশ ডিউটি করতেন, তিনি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মেয়ে সুচরিতাকে স্যালুট জানাননি বলে চাকরি যায়। ক্যানিং থেকে আসা সেই সাব-ইনস্পেক্টরের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। প্রোটোকল-বিরোধী কাজ করেননি বলে চাকরি খোয়াতে হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই সব ভুলে গেছেন। মমতার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠবেন না। পরিবর্তনের পরিবর্তনের ছোঁয়ায় সংক্রমিত হবেন না। আমাদের শেষ প্রদীপ, অনেক আশা-ভরসা করে এই বঙ্গকে জেহাদিদের হাত থেকে রক্ষা করা। জেহাদি কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরাদ হাকিম তপন-শুকুরদের মতো কখনো বিজেপির সম্পদ হয়ে উঠতে পারে না। তপন এবং শুকুর আলী ছিল সিপিএম-এর জল্লাদ বাহিনী। সিপিএম তাদেরকে তাদের দলের সম্পদ করে রেখেছিল।

বিজেপির নেতা, নেত্রীদের মনে রাখা দরকার আপামর জনগণ বিজেপির আসল সৈনিক। এই জেহাদি হিন্দু-বিদ্বেষীকে দলে নেওয়া মানে এক বালতি দুধে এক ফোঁটা গোমূত্র। জনগণ যাকে ঘৃণা করতে ভালোবাসে, এখন জনগণ কীভাবে তাকে নেবে, এটা বিজেপি নেতৃত্বকে বুঝতে হবে। জনগণের ভাষা বুঝতে অক্ষম হলে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। হকার উচ্ছেদ চাই। রেলের যাত্রীদের যন্ত্রণা দিয়ে যুগ যুগ ধরে তারা স্টেশন জবরদখল করে থাকতে পারে না। রেলের জায়গা, রেলের জল, রেলের বিদ্যুৎ অবৈধভাবে ব্যবহার করে। অবৈধ কখনো বৈধকরণ হয় না। স্টেশনে স্টেশনে হকার মানে জবরদখল, মস্তান বাহিনী। হকারদের মাসিক দিতে হয় মস্তানদের। তোলাবাজি বন্ধ হোক। প্রশাসন কঠোর হলে জনগণ মুক্তি পায়। পনেরো বছর তৃণমূল শাসনে কোনো থানায় একটাও জিডি এন্ট্রি লজ করা যায়নি। থানাগুলোতে মনে হয়েছিল মস্তানদের পার্টি অফিস। আবার মুসলিম হলে কোনো আইন লাগু হয় না। কী নৈরাজ্যের মধ্যে রাজ্য ছিল। জঙ্গলমুক্ত কলকাতা চাই। হকারমুক্ত স্টেশন চাই। হকারমুক্ত কলকাতার ফুটপাত চাই। সরকার জনগণকে সোনার বাংলা উপহার দেবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, পালন করুক। তিলোত্তমা একটা শহরের নাম, রূপসী বাংলা একটা রাজ্যের নাম, এই নামে পরিচিতি হোক আমাদের বঙ্গের। স্বচ্ছ, উন্নয়নশীল, গতিশীল প্রশাসনের যে স্বপ্ন জনগণকে দেখানো হয়েছিল, তা বাস্তবায়ন হোক ডাবল ইঞ্জিন সরকারের মাধ্যমে।

কৌট-আনকৌট

ভারত সমুদ্রশক্তির এক নতুন দিশায় যাচ্ছে। আগামী দিনে আরও শক্তি বাড়ানো হবে। আমাদের শক্তি আত্মনির্ভরতা। দেশ যে দিন নির্মাতা হবে, সে দিন নির্ণায়ক হবে।

গার্ডেনরিচে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

জমি দখলের অভিযোগ তৃণমূল নেত্রী ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গাজোল থানার তুলসিডাঙা এলাকায় এক ব্যবসায়িক দম্পতির ৮ শতক জমি দখলের অভিযোগ উঠল এলাকার তৃণমূল এক নেত্রী ও তার ছেলের বিরুদ্ধে। বারবার পুলিশ ও প্রশাসনে অভিযোগ জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। বলে দাবি ওই ব্যবসায়ী প্রৌঢ় দম্পতির। আবারো তারা গত শনিবার গাজোল থানায় এব্যাপারে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে সোমবার পুলিশ সুপার অনুপম সিংহের সঙ্গে দেখা করবেন বলে তাঁরা জানিয়েছেন। এছাড়াও বেআইনিভাবে তাদের জায়গার দখলের বিষয়েও ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানানোর ও কথা বলেছেন অসহায় ওই ব্যবসায়ী প্রৌঢ় দম্পতি। রবিবার বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে গাজোল ব্লক জুড়ে।

ওই ব্যবসায়ী পুর দম্পতির অভিযোগ, তৃণমূল পরিচালিত গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সোমা সাহা এবং তার ছেলে তথা স্থানীয় তৃণমূলের শাখা সংগঠন জয় হিন্দ বাহিনীর সাধারণ সম্পাদক বিশাল সাহার দাদাগিরি জেরে তাদের সালাইডাঙ্গা এলাকায় ৮ শতক জমি জোর করে দখল করা হয়। বর্তমানে এই জমির মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। সেখানেই পাকা দোকান ঘর ভরে তোলা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ ও প্রশাসন এব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাজোল ব্লকের তুলসীডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা হরিপদ সাহা ও তার স্ত্রী চন্দনা সাহার স্থানীয় এলাকার রাস্তার ধারেই প্রায় ৮ শতক একটি জায়গা ছিল। বর্তমানে এই জায়গার দাম প্রায় কোটি টাকার কাছাকাছি। অভিযোগ ২০২০ সালে তৃণমূলের দাপট দেখিয়ে জয় হিন্দ বাহিনীর স্থানীয় নেতা বিশাল সাহা ওই জায়গাটির দখল করে। আর ওই জায়গা দখলে ছেলেকে পূর্ণ ভাবে সহযোগিতা করে তার মা তথা স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সোমা সাহা বলে অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেও কোনও সুরাহা না হওয়ায় অবশেষে আবারও নতুন করে গাজোল থানায় এই ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ব্যবসায়ী হরিপদ বাবু ও তার ছেলে মিঠুন সাহা।

ওই ব্যবসায়ীর অভিযোগ, দীর্ঘ ছয় বছর ধরে এই তাদের পৈত্রিক সম্পত্তির এই জমি দখলের প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন। কিন্তু কোনও ভাবেই তাদেরকে গাজোল থানার পুলিশ এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হয়নি। বরঞ্চ বারবার অভিযোগ করা হলে তাদেরকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। বর্তমানে বহুমূল্যের এই জমিতে কংক্রিটের একটি পাকা দোকান ঘর করে হার্ডওয়্যারের ব্যবসা শুরু করেছে ওই তৃণমূল নেত্রীর ছেলে বিশাল সাহা। কিন্তু জমির সমস্ত কাগজপত্র তাদের কাছে থাকলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। অবশেষে আবারও গাজোল থানায় দু'জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও চিঠি লিখে জানাবারও কথা জানিয়েছেন ওই ব্যবসায়ীর পরিবার।

এদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেত্রীর ছেলে বিশাল সাহার পাল্টা দাবি, জায়গাটি তারা বহুদিন আগেই কিনেছেন। সেই জায়গার রেকর্ড সম্পন্ন কাগজপত্র তাদের কাছে রয়েছে। এখন কোনও ষড়যন্ত্রের পিছনে কাজ করছে। তাই তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ভাবে অভিযোগ করা হয়েছে। গাজোলের বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন জানিয়েছেন, 'এতদিন তৃণমূলের সন্ত্রাস, কাটমানি, দুর্নীতি সবই সহ্য করতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। এরকম একটা ঘটনার কথা শুনেছি। যদিও পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। আমরা চাই প্রকৃত তদন্ত করে বিষয়টিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।'

তৃণমূল পরিচালিত গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত কোনও গোলমাল হতে পারে। তবে এখানে তৃণমূল দলের নাম ভিত্তিহীন ভাবে জড়ানো হচ্ছে। গাজোল থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বর্ষার আগেই আতঙ্কে খানাকুল, দুর্বল নদীবাঁধে বন্যার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আষাঢ় মাস মানেই বর্ষার সূচনা। আর বর্ষা এলেই বন্যার আশঙ্কায় ও চিন্তায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন খানাকুলের নদীবাঁধ এলাকার মানুষ। আরামবাগ মহকুমার মধ্যে সবচেয়ে বন্যাপ্রবণ বিধানসভা হলো খানাকুল বিধানসভা। তাই বর্ষা আগমনে চাষী থেকে সাধারণ মানুষের মনে যেমন হাসি ফুটেছে,তেমনি অন্যদিকে খানাকুলের বন্যা প্রবন এলাকার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্বারকেশ্বর নদী থেকে শুরু করে মুন্ডেশ্বরী, দামোদর নদী বাঁধ এখনও মজবুত করে বাঁধা হয়নি। এই জায়গায় হানা হয়ে গেছে। তবে যদি পুরোপুরি বর্ষা শুরু হয়ে যায় এবং জলাশয়গুলিতে জল ছাড়ে সবার আগে বন্যার জলে প্লাবিত হবে খানাকুল দু' নম্বর ব্লক সহ বিস্তৃন এলাকায়। কয়েক হাজার মানুষ জলের তলায় চলে যাবে বলে অভিযোগ স্থানীয় মানুষের। বর্ষার আগে নদীবাঁধ সংস্কার ও বাঁধার সেই ভাবে কোনও কাজই হয়নি বলে অভিযোগ। খাতায় কলমে হয়তো কাজ হয়েছে বলে দেখানো হলেও বাস্তবে আরামবাগ মহকুমা সেচ দপ্তর কোনও কাজ করেনি বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। ২০২৪ ও ২০২৫ সালে দ্বারকেশ্বর নদ, মুন্ডেশ্বরী ও দামোদর নদ বাঁধে যেখানে হানা পড়ে ছিল সেখানে নতুন করে বাঁধ সংস্কার না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছে খানাকুল ও আরামবাগ ব্লকের নদীবাঁধ এলাকার মানুষ। নদীবাঁধের কাজের বিষয়ে আরামবাগ মহকুমার সেচ দপ্তরের আধিকারিক তথা এসডিও শিবদাস কর্মকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে উনি বলেন, 'এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না। বর্ষার আগে যেমন কাজ হয় সেই রকম হয়েছে।'

এ বিষয়ে খানাকুল দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুম্পা মন্ডল বলেন, 'বিষয়টি বর্তমানে খানাকুলের বিধায়ক দেখছেন। গুরুত্ব সহকারে উনি সমস্ত কিছু দেখভাল করছেন। আমি এর আগে বহুবার সেচ দপ্তরকে খানাকুল দু'নম্বর ব্লকের নদীবাঁধগুলিকে বর্ষার আগে মজবুত করে সংস্কার করার কথা বলা হয়েছিল। ধান্যকুড়ি এলাকার নদীবাঁধ এখনও দুর্বল হয়ে রয়েছে। আশা করছি কাজ শুরু হবে।'

জানা গিয়েছে, নতুন বিজেপি সরকার আসার পরেই নদীবাঁধের কাজ করার জন্য আরামবাগ মহকুমার চার বিধায়ক সেচ দপ্তরে মিটিং করেন। এই বিষয়ে পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'আমরা প্রশাসনিকভাবে সব রকম চেষ্টা করছি, যত দ্রুত সম্ভব নদীবাঁধের কাজ পুরোদমে শুরু করা হবে। ইতিমধ্যেই সেচ দপ্তরকে সমস্ত বিষয় জানানো হয়েছে। বন্যা প্রতিরোধে বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করবে। প্রশাসনিক অধিকারীদের গাফিলতি কোনও ভাবেই সহ্য করা হবে না।' সবমিলিয়ে তা সত্ত্বেও এখনও কেন নদীবাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু হল না প্রশ্ন উঠছে।

SBI স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আরবিও - ৩, কলকাতা
রিজিওন ৩, শ্রীবৃদ্ধি ভবন, ৪র্থ তল, ৩৪,
জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

বর্তমান শাখা (এসবিআই, ট্যাংরা শাখা, কোড নং ০৩৭৩৭) এর স্থানান্তর নিমিত্ত উপযুক্ত প্রেমিসেস আবশ্যক

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ট্যাংরা এরিয়ায় রাধানাথ চৌধুরী রোড এলাকায় বর্তমান এসবিআই, ট্যাংরা শাখা এলকায় স্থানান্তরের জন্য লিজের ভিত্তিতে নতুন প্রেমিসেসে শাখার স্থান বদলে আগ্রহী। সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেস কোনও জলমগ্ন সমস্যা এলাকা নয়, যথেষ্ট পার্কিং সুবিধা, যথাযথ জল সরবরাহ, গ্রিন জেনারেটর স্পেস, নিরবচ্ছিন্ন জল সরবরাহ সুবিধা, পর্যাপ্ত দৃশ্যমানতা, চওড়া সামনের অংশ, দুই দিকে প্রবেশ সহ কমবেশি ১৫০০-২৫০০ বর্গফুট (আনুমানিক) ভাড়ায় বাণিজ্যিক স্পেস একতলায় প্রধান সড়কে অবস্থিত প্রেমিসেস হতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমুদয় স্পেস একতলায় এবং প্রেমিসেস তৈরি/দখলের জন্য প্লট অবাধ /দখলের জন্য তৈরি। আগ্রহী পক্ষ উপযুক্ত মালিকানাধীন সম্পত্তির স্বচ্ছ স্বত্বাধিকারী হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিস্তারিত এবং অনুমোদিত প্ল্যান দাখিল দ্বারা "**টেকনিক্যাল বিড এবং কমার্শিয়াল বিড**" দাখিল করতে পারেন। একটি পৃথক সিলকরা খামে যথাযথভাবে 'অ্যাপ্লিকেশন অব সুইটেবল প্রেমিসেস ফর শিফটিং অব এগজিস্টিং ব্রাঞ্চ' শীর্ষাঙ্কিতভাবে দাখিল করতে হবে। কোনও ব্রোকারেজ ব্যাঙ্ক দেবে না। প্রেমিসেসের আগ্রহী মালিকগণ বৈধ এবং সম্পূর্ণ সম্পত্তির স্বত্ব নথি সহ সরাসরি **রিজিওনাল ম্যানেজার, আরবিও-৩, কলকাতা, রিজিওন -৩, ৪র্থ তল, শ্রীবৃদ্ধি ভবন, ৩৪, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১** এর নিকট দুই সিলকরা খামে **১০ কাজের দিনের মধ্যে** আবেদন করতে পারেন। **খাম নং ১** টেকনিক্যাল বিড সম্বলিত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিস্তারিত এবং সাইট প্ল্যানের অনুমোদিত কপি এবং বিল্ডিং প্ল্যানের মঞ্জুরিকৃত প্ল্যান-যথাযথ কর্তৃপক্ষের দেওয়া এবং খাম ২ : আর্থিক বিড বাণিজ্যিক নিয়ম এবং লিজের শর্তাদি সহ আবেদন করতে হবে। **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া** কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব বাতিলের অধিকার রাখে।আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ০৪.০৭.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২.০৬.২০২৬
স্বা/-
রিজিওনাল ম্যানেজার -আরবিও -৩, কলকাতা

বিশ্ব যোগ দিবস ও বিশ্ব সঙ্গীত দিবস পালন বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলাজুড়ে মহা ধুমধাম করে সারাদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানে বিশ্ব যোগ দিবস পালন করা হয়। এদিন জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিশ্ব সংগীত দিবস পালন করা হয়।

বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন ও জনপ্রিয় যোগচর্চা প্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্ব যোগ দিবস অনুষ্ঠান ঘিরে কৌতুহল ছিল তুঙ্গে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাঁকুড়া ক্লাবে যোগচর্চার মাধ্যমে এই দিনটি পালন করা হয়। জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত ও বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বাঁকুড়া জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ স্কুলডাঙা এলাকায় সংঘের নিজস্ব কার্যালয়ের পাশের মুক্তমঞ্চে যোগাসনের মাধ্যমে এই দিনটি পালন করা হয়। বাঁকুড়া কলেজ স্ট্রিটে মর্ডান স্কুলে বাঁকুড়া প্রীতির পক্ষ থেকে এই দিনটি পালন করা হয়। অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ও প্রবীণেরা এই অনুষ্ঠানে যোগচর্চায় অংশ নেন। বিষ্ণুপুরের মল্লভূম যোগ সেন্টার ও ক্রীড়া ভারতী বাঁকুড়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে স্থানীয় স্টেডিয়ামে সকাল সাড়ে ৬টা থেকে এক বিশেষ যোগ চর্চার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সোনামুখী প্রগতি সংঘের পক্ষ থেকে বার্ষিক যোগা প্রতিযোগিতার

আয়োজন করা হয়। দুপুর ২টা থেকে এই প্রতিযোগিতা চলে এবং সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ পুরস্কার বিতরণ করা হয়।সংঘের প্রধান হারাধন মেটে জানান যে, জেলার শতাব্দী প্রাচীন বাঁকুড়া সম্মিলনীর পক্ষ থেকে লোকপুরে নিজস্ব কার্যালয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ যোগ দিবস পালন করা হয়। বাঁকুড়া সম্মিলনীর সভাপতি বিষ্ণু বাজোরিয়া জানান সুস্বাস্থ্যের জন্য যোগ এই বার্তা তুলে ধরা হয়।

অন্যদিকে সম্মিলিত ভাবে বিশ্ব সংগীত দিবস ও বিশ্ব যোগ দিবস পালন করা হয় পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস পক্ষ থেকে। এনভাইরনমেন্টাল মিউজিক ও যোগ ফেস্টিভ্যাল শিরোনামের এই অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন শিল্পীরা অংশ নেন। সংস্থার সভাপতি সঙ্গীতা বিশ্বাস ও সম্পাদক ঝর্না গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, পরিবেশ সুরক্ষার গান ও নাটকের পাশাপাশি সুস্বাস্থ্যের যোগচর্চা পরিবেশনের পাশাপাশি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠানে। বাঁকুড়া প্রীতির পক্ষ থেকে সংগীত সহকারে যোগ পরিবেশন ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সংস্থার পক্ষে অজিত প্রসাদ জানান যে, দুশোর বেশি ছাত্রছাত্রী তাদের অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ নিয়ে ছিল।

বাঁকুড়া কমরার মাঠ স্বাস্থ্য অনুশীলন সংঘের পক্ষ থেকেও উদ্দীপনা সহযোগে যোগচর্চা পরিবেশনে এই দিবস পালন করা হয়। এদিন বিকেলে বাঁকুড়ার বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানার উদ্যোগে ভৈরবস্থান এলাকায় তার কার্যালয়ে কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে যোগ পরিবেশনে দিনটি পালন করা হয়। বেশ কিছু নতুন সংস্থা এবার বিশ্ব যোগ দিবস পালন করে। হ্যাপী আওয়ার যোগা অ্যান্ড কালচালাট সেন্টারের পক্ষে কেন্দুয়াডিহি মিলনী সংঘের মাঠে বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে রোগ মুক্তি যোগে শিরোনামে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যোগ দিবস পালন করা হয় বলে সেন্টারের পক্ষে পাপিয়া সেন জানান।

বিশ্ব যোগ দিবস উপলক্ষে ঘাটাল মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত মহাকুমা শাসক, বিধায়ক শীতল কপাট।

ক্ষীরপাই পুরসভার উদ্যোগে যোগ দিবসে উপস্থিত চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই।

যোগ দিবস উপলক্ষে পুলিশ কমিশনার, জেলাশাসক, মন্ত্রী তথা কুলটি বিধায়ক ডাক্তার অজয় পোদ্দার, আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি, পুলিশ কমিশনার ডক্টর প্রণব কুমার।

বালি মাফিয়ার সঙ্গে বিজেপি নেতার ভোজসভা, ভাইরাল ছবিতে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম বর্ধমান: বালি মাফিয়া মাখনের সঙ্গে একই টেবিলে বসে খাবার খেতে দেখা গেল বিজেপি নেতা গৌতম মণ্ডলকে। সেই ছবি বর্তমানে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই পশ্চিম বর্ধমান জেলার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চর্চা ও বিতর্ক।

উল্লেখ্য, এর আগে আসানসোলের জামুড়িয়ার এক জনসভা থেকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একাধিক বালি মাফিয়ার নাম প্রকাশ্যে উল্লেখ করেছিলেন। সেই তালিকায় 'মাখনে'র নামও ছিল বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের একাংশের। মঞ্চ থেকে বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু সেই অভিযুক্ত মাখনের সঙ্গেই বিজেপি নেতা গৌতম মণ্ডলের একসঙ্গে বসে খাবার খাওয়ার ছবি সামনে আসতেই উঠছে একাধিক প্রশ্ন। বিরোধীদের দাবি, একদিকে বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সরব হওয়া, অন্যদিকে তাঁদের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতার ছবি, এই দ্বিচারিতা নিয়ে বিজেপিকে জবাব দিতে হবে।

সমাজমাধ্যমে ছবিটি ভাইরাল হওয়ার পর বহু বিজেপি কর্মী-সমর্থকও মন্তব্য করতে শুরু করেছেন। কেউ কেউ অভিযোগ তুলেছেন, এলাকায় কোনও অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে গেলেই সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেখা যায় গৌতম মণ্ডলকে। ফলে ভাইরাল এই ছবি ঘিরে দলের অন্দরেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, যাঁদের বিরুদ্ধে মঞ্চ থেকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানানো হয়, তাঁদের সঙ্গেই যদি নেতাদের এমন প্রকাশ্য সখ্যতা দেখা যায়, তবে দলের অবস্থান ঠিক কোথায়?

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২
জীবন সুধা বিল্ডিং ৮ম তল, ৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা- ৭০০০৭১

মামলা নং আরসি/২২২/২০১৮
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বনাম নিউ শ্রী কৃষ্ণ অয়েল মিল এবং অন্যান্য

বিক্রয় নোটিশ

মহামান্য রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা এর **১২.০৫.২০২৬** তারিখের নির্দেশ মোতাবেক নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে :
" সংশ্লিষ্ট সকল প্লট সঞ্জিত কুন্ডু এর নামে, মৌজা - ভিরিঙ্গি, থানা : দুর্গাপুর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, প্লট নং -১৫০, খতিয়ান নং ৭১৩, জেএল নং ৬৮, পরিমাপ আনুমানিক ২.৪ কাঠা এবং তদস্থিত ২ (দুই) তলা বসবাসের ভবন, দলিল নং আই-২৫২৬।"
সম্পত্তিটি "**যেমন আছে যেখানে আছে**" ভিত্তিতে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে এবং এটি ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত অনুমোদনের অধীন থাকবে। আগ্রহী ক্রেতাদের সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ হারে বায়না জমা দিতে হবে। এই বায়না শুধুমাত্র রিকভারি অফিসার, ডিআরটি - ২, কলকাতা-এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফট/পে অর্ডারের মাধ্যমে অথবা সার্টিফিকেট হোল্ডার ব্যাংকের সাথে পরামর্শ করে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। সফল দরদাতার ক্ষেত্রে উক্ত জমাকৃত অর্থ সমন্বয় করা হবে এবং ই-নিলাম প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর অন্যান্য দরদাতাদের ফেরত দেওয়া হবে। সফল দরদাতাকে বায়না সমন্বয়ের পর বিক্রয়লব্ধ অর্থের ২৫ শতাংশ বিক্রয়ের পরের দিন বিকাল ৪টার মধ্যে জমা দিতে হবে। যদি পরের দিন ছুটির দিন বা রবিবার হয়, তবে প্রথম কার্যদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে, অন্যথায় বায়নার জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
ক্রেতাকে নিলাম বিক্রয়ের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ জমা দিতে হবে। সংরক্ষিত মূল্য, যার নিচে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হবে না, তা হলো **৪৩,৫৯,০০০ টাকা (তেতাল্লিশ লাখ উনষাট হাজার টাকা)** এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১ শতাংশ হবে বর্ধিত দরপত্রের পরিমাণ। অন্যান্য শর্তাবলী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক আরসি/২২২/২০১৮ তারিখ **১৮.০৬.২০২৬**-এ উল্লিখিত বিক্রয় ঘোষণা অনুযায়ী একই থাকবে।
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তিটি অনলাইন নিলাম (ই-নিলাম)-এর মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে, যা **২৪.০৭.২০২৬** তারিখে বিকাল ৩.০০টা থেকে ৪.০০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে, ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েবসাইট- **http://drt.auctiontiger.net**-এ ৩ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিত সময়সহ এটি পরিচালিত হবে। সম্ভাব্য দরদাতাকে **http://drt.auctiontiger.net** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে এবং নিলামে অংশগ্রহণের জন্য **২২.০৭.২০২৬** তারিখ বা তার পূর্বে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে। এর সাথে তাদের প্রস্তাবের সাথে 'রিকভারি মানি' (বায়না) ডিমান্ড ড্রাফট/পে অর্ডারের মাধ্যমে 'রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা'-এর অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় জমা দিতে হবে।
তবে, নিলাম চলাকালীন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঘটা কোনো ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবে না।
অনলাইনে লগইন এবং নিলামে অংশগ্রহণের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড, যদি থাকে, ই-নিলাম প্রদানকারী সংস্থার পক্ষ থেকে সরাসরি নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারী এবং আগ্রহী ক্রেতাদের কাছে পরবর্তী নির্দেশনাসহ পাঠানো হবে।
অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর বিবরণ ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লি., মোবাইল নং ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, ই-মেইল-**support@auctiontiger.net**
আগ্রহী দরদাতারা ই-নিলাম সংক্রান্ত বিস্তারিত পদ্ধতি, শর্তাবলী এবং অন্য যেকোনো সহায়তা/সাহায্যের জন্য ওয়েবসাইট **http://drt.auctiontiger.net** দেখতে পারেন। পরিদর্শন এবং অন্যান্য বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **শ্রী সন্তোষ মাহাতো, মোবাইল নং - ৭৯৮০৬০২৪৯১।**

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.০৬.২০২৬
স্বা/-
(ওম কুমার)
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-২, কলকাতা

তোলাবাজি, হুমকি, মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: তোলাবাজি, হুমকি ও মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না-২ ব্লকের আরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সেখ হাসিম আব্দুল হালিম। শনিবার গভীর রাতে মাধবডিহি থানার পুলিশ তাঁকে আলমপুরে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, ভয় দেখানো এবং মারধরের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে মাধবডিহি থানার পুলিশ। তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার ধৃত প্রধানকে বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আদালতের কাছে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানায় মাধবডিহি থানার পুলিশ।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে রায়না-২ ব্লক এলাকায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই বিষয়ে অভিযুক্তের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে পুলিশের যোগাভ্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: প্রভাতের স্নিগ্ধ আবহে নতুনডিহি ফুটবল ময়দান যেন হয়ে উঠেছিল সুস্থতার এক মিলনক্ষেত্র। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুস্থ জীবনযাপনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে বিশেষ যোগাভ্যাস শিবিরের আয়োজন করল বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ প্রশাসন। রবিবার সকালে বেলিয়াবেড়া থানার অন্তর্গত নতুনডিহি ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে পুলিশ কর্মী, সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং স্থানীয় বাসিন্দা মিলিয়ে প্রায় ২৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেলিয়াবেড়া থানার ওসি নিলু মণ্ডল-সহ থানার একাধিক পুলিশ আধিকারিক। সকাল থেকেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন বয়সের মানুষের উপস্থিতিতে মাঠজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সকলেই উৎসাহের সঙ্গে যোগাভ্যাসে অংশগ্রহণ করেন। অভিজ্ঞ যোগ প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন যোগাসন, প্রাণায়াম ও শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন করানো হয়। পাশাপাশি নিয়মিত যোগচর্চার মাধ্যমে কীভাবে শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখা যায় এবং মানসিক চাপ কমিয়ে সুস্থ জীবনযাপন সম্ভব, সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,বর্তমান সময়ের ব্যস্ত জীবনযাত্রায় শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক স্থিতি বজায় রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যেই আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে সামনে রেখে এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। পুলিশ আধিকারিকদের মতে, যোগাভ্যাস শরীরকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখার পাশাপাশি মানসিক চাপ কমাতে, একাগ্রতা বৃদ্ধি করতে এবং কর্মদক্ষতা উন্নত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে পুলিশ কর্মীদের মতো দায়িত্বপূর্ণ ও চাপপূর্ণ পেশায় মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে যোগচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। আয়োজকদের আশা, ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

তৃণমূল কার্যালয়ে উদ্ধার আধার ও জব কার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা থানার অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মনোহরপুর গ্রামে একটি তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস থেকে বিপুল সংখ্যক আধার কার্ড ও বেশ কিছু জব কার্ড উদ্ধার কে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

শনিবার সকালে স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা ওই পার্টি অফিস ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগ, পার্টি অফিসের দরজা ও আলমারির তালা ভাঙতেই দেখতে পান শতাধিক আধার কার্ড এবং বেশ কয়েকটি জব কার্ড। বিজেপি নেতা মৃন্ময় দণ্ডপাট বলেন, সাধারণ মানুষের আধার কার্ড ও জব কার্ড আটকে রেখে তৃণমূলের কিছু নেতা দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি সুবিধা ও জনগণের টাকা আত্মসাৎ

করেছেন। সম্পূর্ণ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান।

SBI এসবিআই এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/ ৪৪ এক্স, তৃতীয় ফ্লোর,জীবন তারা বিল্ডিং, ডি.এইচ. রোড,
কলকাতা-৭০০০৫৩, ই-মেল: sbi.17899@sbi.co.in
সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত লোন কে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেইজন্য এইভাবে তাদের এই পাবলিক নোটিশ এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং	ঠিকানা সহ ঋণগ্রহীতার নাম শাখার নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং	স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ এনপিএ -এর তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রীমতী অন্তরা রায়** প্রযত্নে- কৌশিক রায় **ঠিকানা ১:** গ্রাম- গাজিপুর, পোঃ কাঙ্গানবেড়িয়া, বিষ্ণুপুর-১, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০৩ **ঠিকানা ২:** নাহারী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ নাহারী, থানা বিষ্ণুপুর, নাহারী হাইস্কুলের কাছে, পিন- ৭০০১৪০ **ঠিকানা ৩:** অন্তরা ১০৪ এন্টারপ্রাইজ নন্দভাঙ্গা, পোঃ কাঙ্গানবেড়িয়া, থানা বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০৩ **এইচবিএল অ্যাকা. নং ৪৪২০৮৯০৭২৩৩ সুরক্ষা অ্যাকা. নং ৪৪২০৮৮৩৪৬৪৮ শাখা: এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা**	**স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী অন্তরা রয় ওরফে শ্রীমতী অন্তরা রায়** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল বাস্তু জমি যার পরিমাপ প্রায় ৪ **ডেসিমেল** বা **২.৪২ কাঠা, ৪৭ ডেসিমেলের** মধ্যে, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৭১০৪, সংশ্লিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং ১৪৩১৩, মৌজা- নাহারী, জে.এল. নং ১, পরগণা- মাগুরা, তৌজি নং- ৩৫২, রেসা নং ৯১-তে অবস্থিত, থানা বিষ্ণুপুর এর অধীনে নাহারী গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, এর সাথে একটি দোতলা আবাসিক ভবন যার পরিমাপ প্রায় **২২৯৫ বর্গফুট,** যার মধ্যে **৯৬৩ বর্গফুট** একতলায় (৩টি শোয়ার ঘর, ১টি রান্নাঘর, ১টি শৌচালয় এবং ১টি খাওয়ার ঘর নিয়ে গঠিত) এবং ১৩৩২ বর্গফুট দোতলায় (৩টি শোয়ার ঘর, ১টি রান্নাঘর, ১টি শৌচালয় এবং ১টি খাওয়ার ঘর নিয়ে গঠিত) উক্ত সম্পত্তির সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ সহ যা কিছু সেখানে আছে এবং উক্ত সম্পত্তি এতদসংলগ্ন মানচিত্র বা প্ল্যানে ক্ষ্মলালক্ষ্ম সীমানা রেখায় প্রদর্শিত এবং চিত্রিত করা হয়েছে, যার **চৌহদ্দি নিম্নরূপ:- উত্তরে-** কাচিরাম মণ্ডল, **দক্ষিণে-** ১৬ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা, **পূর্বে-** সুমন হালদার, **পশ্চিমে-** শম্ভু নাথ মণ্ডল। বুক-১, ভলিউম নং ১৬৩০-২০২৫, পৃষ্ঠা ১৭১৯০৭ থেকে ১৭১৯২৮, **দলিল নং ১৬৩০০৫০৫৪, সাল- ২০২৫,** ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডি.এস.আর.- ৫, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গে নিবন্ধিত।	**১৩(২) ধারায় নোটিশের তারিখ ০৮.০৬.২০২৬** **এনপিএ -এর তারিখ ২১/০৫/২০২৬**	**এইচবিএল অ্যাকা. নং ৪৪২০৮৯০৭২৩৩ সুরক্ষা অ্যাকা. নং ৪৪২০৮৮৩৪৬৪৮** **৩৮,২১,৪৪৫.০০/- টাকা** (আটত্রিশ লক্ষ একুশ হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র) ০৭/০৬/২০২৬ তারিখ অনুযায়ী। আপনি উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যতের সুদ এবং সেই সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি দিতেও বাধ্য থাকবেন।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে ।

সুরক্ষিত সম্পত্তির দায়মুক্ত হওয়ার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ: ২২.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

রাম মন্দির থিমে সাজছে 'ইচ্ছে পূরণে'র পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আসন্ন দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করেছে 'ইচ্ছে পূরণ' দুর্গাপুজো কমিটি। সংগঠনের উদ্যোগে এবং লক্ষ্মণ ঘড়ুই-এর সহযোগিতায় ট্রাঙ্ক রোড সংলগ্ন ক্ষুদিরাম মাঠে এবছরের পুজোর প্রধান আকর্ষণ হতে চলেছে অযোধ্যার ঐতিহাসিক রাম মন্দিরের আদলে নির্মিত থিম মণ্ডপ।

পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি, রাম মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী, সূক্ষ্ম কারুকাজ এবং মনোমুগ্ধকর আলোকসজ্জার মাধ্যমে দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরা হবে অযোধ্যার

সেই ঐতিহ্যবাহী আবহ। বাস্তব মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত এই মণ্ডপ এবারের দুর্গাপুজোয় বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে বলেই আশা আয়োজকদের। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুধু মণ্ডপসজ্জাই নয়, দর্শনার্থীদের জন্য একাধিক বিশেষ উপস্থাপনা ও সাংস্কৃতিক আকর্ষণেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মণ্ডপ নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে এবং থিম ঘোষণার পর থেকেই এলাকাবাসী ও পুজোপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ চোখে পড়ার মতো।

আয়োজকদের বিশ্বাস, অভিনব ভাবনা ও নান্দনিক উপস্থাপনার মাধ্যমে এবছর দুর্গাপুরের অন্যতম আকর্ষণীয় পুজো হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে 'ইচ্ছে পূরণ'। জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি থেকেও বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীর সমাগম ঘটবে বলে প্রত্যাশা তাঁদের।

তোলাবাজি, শ্লীলতাহানি-সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: তোলাবাজি, শ্লীলতাহানি ও মারধরের অভিযোগ সহ আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূলের ব্লক সভাপতি। রায়না থানার যাকতা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার রায়নার বেতাজ বাদশা ব্লক সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের বামদেব মণ্ডল। একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে পূর্ব বর্ধমানের রায়না এক ব্লক তৃণমূলের সভাপতি দাপুটে তৃণমূল নেতা বামদেব মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করল রায়না থানার পুলিশ। শনিবার রাতেই যাকতা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ বলে জানা গিয়েছে। রবিবার ধৃত দাপুটে তৃণমূল নেতাকে বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ।

এক মহিলার অভিযোগ, বামদেব মণ্ডল ও বাদশা মির্জা তার শাড়ি টেনে খুলে দিয়ে তার শ্লীলতাহানি করে। এমনকি ব্লেড দিয়ে তার বুকে ও পিঠে চিরে দেয়। গত দু'বছর আগে এই ঘটনা ঘটেছিল। ফের তাকে ভয় দেখানো হয়েছিল শ্লীলতাহানি করার। এমনকি তার মেয়ের সঙ্গেও এই ঘটনা ঘটানো হবে বলে ভয় দেখানো হয়। ভয় দেখিয়ে তার কাছে ১লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছিল। অত টাকা না-থাকায় ঘরে জমানো ৩০ হাজার টাকা বামদেব মন্ডলের হাতে তুলে দিয়েছেন।

তিনি বিজেপি করেন বলেই তার ওপর এই ধরণের অত্যাচার করা হয়েছিল বলে দাবি অভিযোগকারী মহিলার। সেই অভিযোগের পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি অভিযোগ ওঠে বামদেব মণ্ডলের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ বামদেব মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে।

যোগের জন্য মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হয়, সমাজের অকল্যাণ হয় না: দিবাকর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হল যোগব্যায়ামের স্বীকৃতিস্বরূপ একটি দিন, যা ২০১৪ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর ২১ জুন বিশ্বজুড়ে পালিত হয়। যোগ হল প্রাচীন ভারতে উদ্ভুত এক বিশেষ ধরনের শারীরিক ও মানসিক ব্যায়াম এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রথা বা যোগব্যায়াম। এর উদ্দেশ্য মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাবিধান। এই প্রথা ভারতে আজও প্রচলিত আছে।

২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘে ভাষণ দেওয়ার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২১ জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব দেন। যে কারণেই আজ অর্থাৎ একুশে জুন পাত্রসায়ের বিবেকানন্দ যোগাকেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিশ্ব যোগ দিবস আয়োজন করা হয়।

এদিনের এই যোগ দিবসে এলাকার ছাত্রছাত্রী অভিভাবক অভিভাবিকা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বন ও পরিবেশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দিবাকর ঘরামি। এই দিনের এই কর্মসূচি থেকে মন্ত্রী সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন যেমন যোগ ব্যায়াম করতে হলে মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হয় তেমনই মানুষ যদি তাদের শিরদাঁড়া সোজা রাখে তবে সমাজের অকল্যাণ হয় না।

NOTICE

Schedule of upcoming Investor Awareness Program(s) (IAP)

Axis Mutual Fund conducts various IAP with a view to educate and create awareness amongst the investors about the Mutual Funds.

In this regard, please see below details of upcoming IAP:

Date of Event	Mode of Participation (Physical / Online)	Time From	Time To	Address / Link for joining webinar
25-06-2026	Physical	5:30 PM	8.00 PM	Hotel Royal Height, James Long Sarani, 9B, Shahid Dinesh Gupta Road, Jadu Colony, Sarda Pally, Kolkata - 700034

For any queries/ clarifications please contact : Jayanta Das - 9831160722

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

AXIS MUTUAL FUND

One Lodha Place, 22nd & 23rd Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra, Pin Code - 400 013, India.

TEL : (022) 6649 6100, **EMAIL :** customerservice@axismf.com, **WEBSITE :** www.axismf.com.

দক্ষিণ দিনাজপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত বিশ্ব যোগ দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সমগ্র দেশের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হলো ১২তম বিশ্ব যোগ দিবস। রবিবার সকালে বালুরঘাটের ইনডোর স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক আধিকারিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়।

এদিনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বালা সুব্রামানিয়ান টি, জেলা বিচারক, জেলা পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-সহ জেলার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উপস্থিত সকলেই একসঙ্গে যোগাভ্যাসে অংশ নেন এবং যোগব্যায়ামের মাধ্যমে একটি সুস্থ, সুন্দর ও সচেতন জীবনযাপনের বার্তা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। সরকারি আধিকারিকরা নিজেরা যোগাসন করে সাধারণ মানুষকে এর উপকারিতা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করেন।

জেলা প্রশাসনের এই মূল কর্মসূচির পাশাপাশি বিশ্ব যোগ দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারাও অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এই দিনটি পালন করেন। যোগব্যায়ামের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার গুরুত্ব এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন সরকারি ও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলগুলিতে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। দাশুল হাই স্কুলে সরজমিনে গিয়ে লক্ষ্য করা গেল, সেখানে পড়ুয়া ও শিক্ষকদের উপস্থিতিতে সাড়ম্বরে চলছে যোগব্যায়াম।

এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক উজ্জ্বল বর্মন বলেন, 'নিয়মিত যোগাভ্যাস আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক একাগ্রতা বাড়াতে অত্যন্ত সাহায্য করে। পড়াশোনার পাশাপাশি সুস্থ জীবনযাপনের জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতিদিন কিছুটা সময় যোগব্যায়াম করা উচিত।' অন্যদিকে, জেলা স্তরের মূল অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে যোগ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন জেলাশাসক। জেলাবাসীর উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে জেলাশাসক বালা সুব্রামানিয়াম টি বলেন, 'এ বছর বিশ্ব যোগ দিবসের মূল ভাবনা বা থিম হল 'হেলদি এজিং' বা সুস্থ বার্ধক্য। যোগব্যায়ামের মাধ্যমে আমরা রোগমুক্ত ও সুস্থ জীবন লাভ করতে পারি। যোগ দিবস কেবল আজকের একটি দিনের জন্য নয়, এটিকে অনুপ্রেরণা হিসেবে নিয়ে আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় শামিল করতে হবে।'

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রবিবার ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। সারা বিশ্বের পাশাপশি দেশ জুড়ে সকাল থেকেই নানান কর্মসূচি নেওয়া হয়। সেই মত এই রাজ্যেও এই দিনটি উৎযাপন করার জন্য নানান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। এদিন কলকাতার রেড রোডে আয়োজিত যোগা কর্মসূচিতে যোগ দেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপশি সমস্ত বিদ্যালয় ও সরকারি দপ্তরের কর্মীদেরও এই কর্মসূচি পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

রবিবার সেই কর্মসূচি অনুযায়ী কাঁকসা থানায় আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালিত হয়। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার এসিপি এম ডি রাজা,কাঁকসার আইসি অমিত দেব-সহ কাঁকসা থানার পুলিশ কর্মীরা ও কাঁকসা থানার সিভিক ভলান্টিয়ার রা। এদিন পুলিশ কর্মীদের সামনে এক যোগা শিক্ষক যোগাসনের সঠিক পদ্ধতি ও তার উপকারিতা তুলে ধরেন।

যোগা শিক্ষক উত্তম কুমার লাহা জানিয়েছেন,শুধু যোগ দিবস নয় নিয়মিত ভোর বেলায় যোগাসন ও ফ্রি হ্যান্ড এক্সাসাইজ করলে শরীর ভালো থাকবে। রোগ মুক্ত হবেন। কী ভাবে

যোগাসন করতে হয় সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এদিন। পাশাপশি কী ভাবে যোগাসন করতে হয় তার সঠিক পদ্ধতি শেখানো হয় এদিন। তিনি জানিয়েছেন, পুলিশ কর্মীরা কাজের চাপে সময় পান না। তবে সময় করে ভোরের বেলায় অভ্যাস করলে শরীর সুস্থ থাকবে। যারা রাত জাগেন তাদের ক্ষেত্রেও কী কী যোগাভ্যাস করার দরকার সেই বিষয়টাও এদিন তিনি তুলে ধরেন।

বাইক ও বাসের সংঘর্ষে মৃত্যু বিজেপি সমর্থকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তারকেশ্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভা ছিল। পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে সেই সভায় গিয়েছিলেন মৃত্যুন দাস ও তাঁর বন্ধু অনিল মালিক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভা থেকে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বিজেপি সমর্থকের। সভা শেষে বাড়ি ফেরার পথে পুরশুড়ার বলরামপুর পীরতলা মোড়ে মোটরবাইক ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সেই ঘটনায় মৃত্যু হয় মৃত্যুনের। আহত হয়েছেন অনিল।

মৃত্যুনের প্রতিবেশী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা সবাই প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। ওই দুই যুবক বাইকে করে গিয়েছিলেন। সভা শেষে ফেরার সময়ে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বলরামপুর পীরতলায় ব্রিজে ওঠার আগেই বাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগে।'

আয়ুষ মন্ত্রকের বিশেষ স্বীকৃতি তোকিয়া সিনিয়র সিটিজেন হোমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, জিয়াগঞ্জ: বয়স যে কেবলই একটা সংখ্যা মাত্র, তা আরও একবার প্রমাণ করে ছাড়লেন মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের 'তোকিয়া সিনিয়র সিটিজেন হোমে'র আবাসিক মায়েরা। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে প্রবীণাশ্রমের এই মায়েদের মুকুটে জুড়ল এক অনন্য পালক। যোগাভ্যাসে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ মন্ত্রক থেকে এল মর্যাদাপূর্ণ শংসাপত্র ও স্বীকৃতি।

আশ্রম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আবাসিক মায়েদের শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ রাখতে এখানে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন করে নিয়মিত যোগ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অভিজ্ঞ যোগ প্রশিক্ষক রাজীব কুমার কুন্ডু মায়েদের এই প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন। এবারের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ও যোগ সপ্তাহ উদযাপনের অংশ হিসেবে আয়ুষ মন্ত্রকের নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে মায়েরা যোগাসনে অংশ নেন। তাঁদের সেই আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং নিখুঁত পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করেই নয়াদিল্লির আয়ুষ মন্ত্রক এই বিশেষ স্বীকৃতি পাঠিয়েছে।

উল্লেখ্য, এই বৃদ্ধাশ্রমে ৬০ উর্ধ্ব মায়েরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আজীবন থাকার সুযোগ পান। তাঁদের ভরণপোষণ, চিকিৎসা থেকে শুরু করে যোগ প্রশিক্ষণ; সবকিছুরই দায়িত্ব পালন করে এই আশ্রম। এবারের যোগাভ্যাসে অংশ নিয়েছিলেন চিত্রা সরকার, জেনিফার পিন্টো, গঙ্গা রায়, গীতা ঘোষ, উষা সাহা, শোভা সাহা-সহ আশ্রমের মোট ২৭ জন আবাসিক মা। কেন্দ্রের এই শংসাপত্র হাতে পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই মায়েরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। বার্ধক্যকে জয় করে, সমস্ত শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে জিয়াগঞ্জের এই মায়েদের কেন্দ্রীয় স্বীকৃতি পাওয়ার ঘটনায় মুর্শিদাবাদ জেলার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার প্রান্তিক ঘোষ তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মায়েদের।

মাত্র তিন মাস হল এই আশ্রমের রেসিডেন্সিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন অর্পিতা লাহিড়ী। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত কার্যকালের মধ্যেই আশ্রমের ঝুলিতে এল এত বড় সাফল্য। এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত সুপার অর্পিতা লাহিড়ি জানান, 'মায়েদের এই কৃতিত্ব আমাদের সকলের বুক গর্বে ভরিয়ে দিয়েছে। যোগ প্রশিক্ষক রাজীববাবু যে ভাবে মায়েদের তৈরি করেছেন

তা প্রশংসনীয়। আশ্রমের সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ ঘোড়ই এবং সভাপতি অচিন্ত্য জানাও তাঁদের উচ্ছ্বাস গোপন রাখেননি। পাশাপাশি টেকনিক্যাল সাপোর্টে সন্তোষ দাস-সহ আশ্রমের কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তবে এই সাফল্য শুধু আমাদের আশ্রমের মায়েদের নয়, এটি সেইসব শুভানুধ্যায়ীদের জয়, যাঁরা প্রতিদিন আমাদের পাশে থেকে প্রেরণা জুগিয়ে চলেছেন।'

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

১ শেক্সপীয়ার সরণী, এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১)-এর সাথে পঠিত পরিশিষ্ট ৪ অনুযায়ী)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর অনুমোদিত অফিসার ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হারে এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে আহ্বান জানায়। ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন ।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য সুদ এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ এক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।

ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. মেসার্স বিশাল টেক্সটাইল (মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান) ২য় ফ্লোর, পি-৪, এস-২৫ নন্দরাম মার্কেট বড়বাজার, কলকাতা - ৭০০০০১ **আরও ঠিকানা** ২০ রাউন্ড ট্যাঙ্ক লেন, শান্তিনিকেতন অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক ডি, ফ্ল্যাট ২০৪, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১১০১ **২. শ্রী বিশাল গাধাইয়া (স্বত্বাধিকারী)** পিতা- শিব কুমার গাধাইয়া ২০ রাউন্ড ট্যাঙ্ক লেন, শান্তিনিকেতন অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক ডি, ফ্ল্যাট ২০৪, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১১০১ **৩. শ্রীমতি সুশীলা দেবী গাধাইয়া** স্বামী- শিব কুমার গাধাইয়া, ২০ রাউন্ড ট্যাঙ্ক লেন, শান্তিনিকেতন অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক ডি, ফ্ল্যাট ২০৪, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১১০১	**ক) ২৯,৭৭,৬৬৩/- টাকা** (উনত্রিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার ছয়শত তেষট্টি টাকা মাত্র) যা লোন অ্যাকাউন্ট নং *********৯৯৪৬ -এর অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী বকেয়া **খ) ২৬.০৯.২০২৫** **গ) ১৭-০৬-২০২৬**

সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ফ্ল্যাট নং ২০৪, ২য় ফ্লোরে, পরিমাপ ১১০৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, ব্লক নং 'ডি', 'শান্তিনিকেতন' নামক স্থায়ী বিল্ডিংয়ে, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অংশ, হোল্ডিং নং ২০, রাউন্ড ট্যাঙ্ক লেন, থানা ও জেলা হাওড়া ৭১১১০১, সমস্ত দায়মুক্ত, ল্যান্ডেড সম্পত্তির উপর নির্মিত (দলিলে বর্ণিত অনুযায়ী) যা নিম্নলিখিতভাবে সীমাবদ্ধ এবং যার সাথে দলিলে বর্ণিত তফসিল অনুযায়ী সাধারণ অংশগুলি ব্যবহারের অধিকার সহ উল্লিখিত ফ্ল্যাটের সাথে সম্পর্কিত জমির আনুপাতিক অংশ বা অধিকার রয়েছে।

উত্তরে : ব্লক 'বি'-এর মাঝের সাধারণ প্যাসেজ // **দক্ষিণে :** করিডোর এবং ফ্ল্যাট নং ২০১, ব্লক 'ডি' // **পূর্বে:** বিল্ডিং কমপ্লেক্সের বাগান // **পশ্চিমে :** লিফট এবং ফ্ল্যাট নং ২০৩ ব্লক 'ডি'

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. মেসার্স এমবি ন্যাচারাল প্রোডাক্ট কর্প কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ফেজ-২, টি-১৬, পার্ট-৪বিডি, পোঃ ও থানা- কল্যাণী, নদীয়া, পিন-৭৪১২৩৫ **২. শ্রীমতি মামনি ইন্দ্র @ মামনি ঘোষ** এমবি ন্যাচারাল প্রোডাক্ট কর্প-এর স্বত্বাধিকারী স্বামী- শ্রী বিশ্বজিৎ ইন্দ্র **৩. শ্রী বিশ্বজিৎ ইন্দ্র,** পিতা- নারায়ণ চন্দ্র ইন্দ্র **২ ও ৩ উভয়ের বাসস্থান:** লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি-১ এবং বি-২, ২য় ফ্লোর, ব্লক নং বি, থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১২৩৫	**ক) ৪৩,৯৭,৬১৩.০০ টাকা** ২১.০২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণের সাথে ৩১.০১.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং ৩,০৭,১৩৮.০০ টাকা ৩১.০১.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণের সাথে ৩১.০১.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) **খ) ৩০.০৩.২০২৫** **গ) ১৯.০৬.২০২৬**

সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ

সম্পত্তি নং- ১

প্রথম তফসিল

বন্ধক রাখা ফ্ল্যাটটি যে জমির উপর অবস্থিত তার বিবরণ

'সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল' ফ্রি হোল্ড (ভাড়ামুক্ত) জমি যার পরিমাপ প্রায় ৫ কাঠা, ১ ছটাক এবং ৫ বর্গফুট। যা নদীয়া জেলার কল্যাণীতে অবস্থিত, প্লট নং ১০, সাব ব্লক নং ১৫, ব্লক নং 'বি', কল্যাণী টাউনশিপ শহরে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক উন্নত, কল্যাণী মহকুমার এখতিয়ারাধীন, কল্যাণী অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস, থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, কৃষ্ণনগর কালেক্টরেট এবং যা নিম্নলিখিতভাবে সীমাবদ্ধ:- **উত্তর :** প্লট নং বি-১৫/১১ // **দক্ষিণ :** প্লট নং বি-১৫/৯ // **পূর্ব :** ৮০-০ ফুট চওড়া রাস্তা // **পশ্চিম:** ৩০-০ ফুট চওড়া রাস্তা।

দ্বিতীয় তফসিল

বন্ধকী ফ্ল্যাটের বিবরণ:

ফ্ল্যাট নং বি-১ এর সকল, ২য় ফ্লোরে, পরিমাপ ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট এরিয়া কম বা বেশি, জি+৪ বিল্ডিংয়ে নির্মিত, প্লট নং ১০, সাব ব্লক নং ১৫, ব্লক নং 'বি', কল্যাণী টাউনশিপ শহরে, রাস্তা, সাধারণ প্যাসেজ, গেট, পথ, সাধারণ গ্যারেজ এবং সাধারণ এলাকার সাধারণ ব্যবহার সহ, জেলা নদীয়া।

উক্ত ফ্ল্যাট নং বি-১ এর স্পেসিফিকেশন ২য় ফ্লোরে সুপার বিল্ট এরিয়া-৮৫০ বর্গফুট। এই সম্পত্তিটি শ্রীমতি মামনি ঘোষ এবং শ্রী বিশ্বজিৎ ইন্দ্রের নামে রয়েছে।

সম্পত্তি নং- ২

প্রথম তফসিল

বন্ধক রাখা ফ্ল্যাটটি যে জমির উপর নির্মিত তার বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ফ্রি হোল্ড (ভাড়ামুক্ত) জমি যার পরিমাপ প্রায় ৫ কাঠা, ১ ছটাক এবং ৫ বর্গফুট। যা নদীয়া জেলার কল্যাণীতে অবস্থিত, প্লট নং ১০, সাব ব্লক নং ১৫, ব্লক নং 'বি', কল্যাণী টাউনশিপ শহরে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক উন্নত, কল্যাণী মহকুমার এখতিয়ারাধীন, কল্যাণী অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস, থানা- কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, কৃষ্ণনগর কালেক্টরেট এবং যা নিম্নলিখিতভাবে সীমাবদ্ধ:- **উত্তর:** প্লট নং বি-১৫/১১ // **দক্ষিণ:** প্লট নং বি-১৫/৯ // **পূর্ব :** ৮০-০ ফুট চওড়া রাস্তা // **পশ্চিম :** ৩০-০ ফুট চওড়া রাস্তা।

দ্বিতীয় তফসিল

বন্ধকী ফ্ল্যাটের বিবরণ :

ফ্ল্যাট নং বি-২ এর সকল, ২য় ফ্লোরে, পরিমাপ ১০৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট এরিয়া কম বা বেশি, জি+৪ বিল্ডিংয়ে নির্মিত, প্লট নং ১০, সাব ব্লক নং ১৫, ব্লক নং 'বি', কল্যাণী টাউনশিপ শহরে, রাস্তা, সাধারণ প্যাসেজ, গেট, পথ, সাধারণ গ্যারেজ এবং সাধারণ এলাকার সাধারণ ব্যবহার সহ, জেলা নদীয়া।

উক্ত ফ্ল্যাট নং বি-২ এর স্পেসিফিকেশন ২য় ফ্লোরে সুপার বিল্ট এরিয়া-১০৫০ বর্গফুট।

এই সম্পত্তিটি শ্রীমতি মামনি ঘোষ এবং শ্রী বিশ্বজিৎ ইন্দ্রের নামে রয়েছে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. মেসার্স করোনা মেট্রো প্লট নং ৪৪, সেক্টর বি, ইএম বাইপাস, মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, কলকাতা-৭০০১০৫ **২. শ্রী কুমার কৃষ্ণ বসুরয় (অংশীদার),** পিতা- প্রয়াত রাম কৃষ্ণ বসু রায় ১০/২ ডক্টর লেন, এন্টালি, পোঃ-এন্টালি, কলকাতা-৭০০০১৪, **আরও ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ১/এন, নিচতলা, ১৪৫৮/১, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০৩৯। **৩. শ্রী উদয় কৃষ্ণ বসুরয় (অংশীদার)** পিতা- স্বর্গীয় রাম কৃষ্ণ বসু রায় ৬১এইচ সুরেন সরকার রোড, ৩৩ ফুলবাগান, কলকাতা-৭০০০১০। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ১/এন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ১৪৫৮/১, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০৩৯।	**ক) ৪৫,৫৫,৫৫২.০৬ টাকা** মাত্র যা লোন অ্যাকাউন্ট নং ********২২৪০-এর অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী বকেয়া **খ) ১৩-১১-২০২৫** **গ) ১৮.০৬.২০২৬**

সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ

তফসিল 'ক' (জমির মোট এলাকার বিবরণ)

জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ৩ কাঠা ১৪ ছটাক ২৬ বর্গফুট যেখানে একটি ৩ তলা বিল্ডিং রয়েছে সাথে ২০ ফুট সাধারণ প্যাসেজ সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার এবং বিল্ডিংয়ের সহ-মালিক ও তাদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থানের অধিকার সহ যা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রেমিসেস নং ১৪৫/বি/১, বোস পুকুর রোড, কলকাতা ৭০০ ০৩৯, ওয়ার্ড নং ৬৭, ডিহি ৫৫ গ্রাম, ডিভিশন ৫, সাব ডিভিশন 'এল' হোল্ডিং নং ৬৫, জে.এল. নং ১৩, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, আর.এস. খতিয়ান নং ১৪৩০, দাগ নং ১৭৫২, থানা কসবা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত। উক্ত সম্পত্তিটি নিম্নলিখিতভাবে সীমাবদ্ধ : **উত্তরে :** প্লট নং ১৬ // **দক্ষিণে :** পূর্ণিমা চৌধুরী এবং বিকাশ মজুমদারের প্লট // **পূর্বে :** ২০ ফুট চওড়া রাস্তা // **পশ্চিমে :** প্লট/দাগ নং ১৭৩৭

তফসিল 'খ' (ফ্ল্যাট/বন্ধকী ফ্ল্যাটের বিবরণ)

একটি ফ্ল্যাট যার নং ১/এন (উত্তরের অংশ) এর সকল, গ্রাউন্ড ফ্লোরে পরিমাপ ৮৪০ বর্গফুট ৭৮.০৩ বর্গ মিটার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া যার মধ্যে দুটি বেড রুম, একটি ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং রুম, দুটি বাথ ও প্রিভি এবং একটি রান্নাঘর এবং একটি গ্যারেজ স্পেস পরিমাপ ৮½ x ১২ অর্থাৎ ১০২ বর্গফুট অর্থাৎ ৯.৪৭ বর্গ মিটার, যা তফসিল 'ক'-তে আরও বিশদভাবে বর্ণিত এবং সংযুক্ত প্ল্যানে লাল লাইন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে যা দলিলের (যা ব্যাংকে জমা আছে) একটি অংশ এবং সাথে উক্ত ফ্ল্যাটের আনুপাতিক অংশ জমি এবং ছাদ ও সুবিধা সহ সাধারণ এলাকায়, মূল রাস্তার প্যাসেজ ও সিঁড়ির উপর ইজমেন্ট অধিকার, ছাদ সহ। ফ্ল্যাট মালিক অ্যান্টেনা, ডিস্ক অ্যান্টেনা লাগাতে, শুকনো কাপড় শুকাতে, জলের ওভার হেড ট্যাঙ্ক পরিদর্শন এবং বা মেরামত করতে পারবেন এবং দৈনন্দিন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উদ্দেশ্যে এবং ফ্ল্যাট মালিকদের ম্যানেজিং কমিটির পূর্বানুমতি সাপেক্ষে যে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য ছাদ ব্যবহার করতে পারবেন।

এই সম্পত্তিটি শ্রী কুমার কৃষ্ণ বসুরয়ের নামে রয়েছে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. মেসার্স ডি এন ব্রাদার্স গ্রাম- বেলদা, পাড়া- বেলদা মেইন রোড, থানা- বেলদা, পোঃ- বেলদা, মৌজা- ৩১২, দাগ- ১৯৯৩, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন ৭২১৪২৪ **২. শ্রী কৌশিক কর্মকার (অংশীদার)** পিতা- অশোক কর্মকার, নবোদয়পল্লী, দেউলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন ৭২১৪২৪ **৩. শ্রীমতি মঞ্জুরানী কর্মকার (অংশীদার)** পিতা- ফণি ভূষণ রায় এবং স্বামী- অশোক কর্মকার দেউলি, বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন ৭২১৪২৪	**ক) ৪,০১,৬৯,৭৬০.৮৯ টাকা** (চার কোটি এক লক্ষ উনসত্তর হাজার সাতশো ষাট টাকা এবং উননব্বই পয়সা মাত্র) যা লোন অ্যাকাউন্ট নং ******০৬৯০-এর অধীনে ১৩.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (এই পরিমাণের সাথে ০৫.১০.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) **খ) ২৮-১০-২০২৫** **গ) ২০.০৬.২০২৬**

সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ প্রায় ৪০ শতক যা মৌজা দেউলি, জে.এল. নং ৩১২, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ২১০৩ (২৪ শতক), ২১০৩/২৬২৬ (১২ শতক) এবং ২০৯৫/২৬২৪ (৪ শতক) এল.আর খতিয়ান নং ৭৮১৬-তে অবস্থিত, সাথে দাগ নং ২১০৩-এ একটি তিন তলা বিল্ডিং যার পরিমাপ সামগ্রিকভাবে প্রায় ৪৪৬৬ বর্গফুট (গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১৩৭৬ বর্গফুট এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ফ্লোরে প্রত্যেকে ১৫৪৫ বর্গফুট), থানা- বেলদা, পোঃ- বেলদা, বেলদা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পিনকোড ৭২১৪২৪, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর।

উক্ত সম্পত্তি নিম্নলিখিতভাবে সীমাবদ্ধ

উত্তরে: একতলা বিল্ডিং দ্বারা // **দক্ষিণে:** ২৫ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা // **পূর্বে :** আংশিক ১০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা। // **পশ্চিমে:** অন্যের বিল্ডিং দ্বারা

সম্পত্তির সংলগ্ন ২৫ ফুট চওড়া রাস্তার কাঠামোগত বিবরণ

ক্র. নং	ফ্লোর	এলাকা (বর্গফুট)	ব্যবহার	ফ্লোরের বয়স	টাইলস/মার্বেল
১	গ্রাউন্ড	১৩৭৬	আবাসিক	১৫	মার্বেল
২	প্রথম	১৫৪৫	আবাসিক	১০	মোজাইক
৩	দ্বিতীয়	১৫৪৫	আবাসিক	২	মার্বেল

সম্পত্তিটি কৌশিক কর্মকারের নামে আছে।

তারিখ: ২২.০৬.২০২৬ , স্থান: কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ**

পাবলিক নোটিশ

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা এবং ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সংশোধিত ও আপডেট হওয়া আরবিআই সার্কুলার নম্বর KOL.DOR.NO.S570/01-01-005/2026-27 এবং KOL,DOR.NO. S591/01-01-001/2025-26 ("আরবিআই নির্দেশিকা") অনুযায়ী আন্সু ট্রেড অ্যান্ড ফিসক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN: U65100WB1990PTC049122)-এর ম্যানেজমেন্ট এবং শেয়ারহোল্ডিং পরিবর্তনের জন্য যৌথ পাবলিক নোটিশ

নিবন্ধিত কার্যালয়: ইপি-ওয়াই-১৬, সেক্টর-ফাইভ (V), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত -৭০০০৯১.

কর্পোরেট কার্যালয়: প্লট নং ১২৩, রাস্তা নং ১৭, এমআইডিসি, মারোল, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বাই, মহারাষ্ট্র, ভারত, ৪০০০৯৩

ফোন: ৮৭৬৭৭৪৬৮০৭

মেইল আইডি: ansutradeandfiscals@gmail.com

এই পাবলিক নোটিশটি যৌথভাবে জারি করা হচ্ছে:

১. আন্সু ট্রেড অ্যান্ড ফিসক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড, যা আরবিআই-এর কাছে ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ তারিখের রেজিস্ট্রেশন নম্বর B.05.03608 শংসাপত্র অনুযায়ী একটি নন-ডিপোজিট টেকিং নন-ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত ("দ্য কোম্পানি")।

এবং

২. শ্রী নরেন্দ্র রুইয়া এবং শ্রী কুশাগ্র বশিষ্ঠ কোম্পানির বর্তমান ডিরেক্টরবৃন্দ এবং সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে ("বর্তমান ডিরেক্টর");

এবং

৩. শ্রী জিতেশ কোঠারি এবং শ্রী অতুল জয়সওয়াল, কোম্পানির প্রস্তাবিত ডিরেক্টরবৃন্দ এবং সমস্ত প্রস্তাবিত শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে ("নতুন ডিরেক্টর")

কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট এবং শেয়ারহোল্ডিংয়ে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের সাপেক্ষে এবং সেই প্রসঙ্গে আরবিআই বিধিবিধান মেনে কোম্পানির নতুন ডিরেক্টর হিসেবে শ্রী জিতেশ কোঠারি এবং শ্রী অতুল জয়সওয়াল-এর প্রস্তাবিত নিয়োগ এবং শ্রী জিতেশ কোঠারি এবং শ্রী অতুল জয়সওয়াল চূড়ান্ত বেনিফিশিয়াল ওনার ("নিউ ইউবিও") হিসেবে।

ম্যানেজমেন্ট এবং শেয়ারহোল্ডিংয়ে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের বিবরণ

ব্যবসা এবং ব্যক্তিগত ঋণ প্রদানের ব্যবসায় নিযুক্ত আন্সু ট্রেড অ্যান্ড ফিসক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক এনবিএফসি ক্ষেত্রের মধ্যে কাজ করছে। অতিরিক্ত তহবিল সুরক্ষিত করতে এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সম্মুখীন হওয়া বাধাগুলির আলোকে, বর্তমান শেয়ারহোল্ডার এবং ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির নেতৃত্ব ও মালিকানা কাঠামো পরিবর্তন করার একটি কৌশলগত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, একটি নতুন ম্যানেজমেন্ট টিম নিয়োগ করা হচ্ছে এবং বর্তমান ম্যানেজমেন্ট এবং চূড়ান্ত বেনিফিশিয়াল ওনার ("ইউবিও") উভয়ই পদত্যাগ করবেন। আগত ম্যানেজমেন্ট, প্রস্তাবিত নতুন ইউবিও (ইউবিও)-এর সাথে মিলে আর্থিক পরিষেবাগুলিতে যথেষ্ট শিল্প অভিজ্ঞতা এবং একটি শক্তিশালী ট্র্যাক রেকর্ড নিয়ে আসছেন। এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হল কোম্পানির কার্যক্রমকে পুনরুজ্জীবিত করা, পরিচালনা ব্যবস্থা উন্নত করা এবং আগামী বছরগুলিতে টেকসই বৃদ্ধির জন্য ব্যবসাকে পুনর্গঠিত করা।

ম্যানেজমেন্টে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের বিশদ বিবরণ

কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট পরিবর্তনের অনুসারী

ডিরেক্টরশিপ এবং শেয়ারহোল্ডিংয়ে প্রস্তাবিত পরিবর্তনটি নিম্নরূপ:

বর্তমান ডিরেক্টরশিপের গঠন	ডিআইএন	প্রস্তাবিত ডিরেক্টরশিপের গঠন	ডিআইএন
শ্রী নরেন্দ্র রুইয়া	০১২২৮৩১২	শ্রী জিতেশ কোঠারি	০৭৫২২৭৬১
শ্রী কুশাগ্র বশিষ্ঠ	০৮৮৮০৬৬৯	শ্রী অতুল জয়সওয়াল	১১৬১৫২৬২

শেয়ারহোল্ডিংয়ে পরিবর্তন

বর্তমান শেয়ারহোল্ডার	শেয়ারের সংখ্যা	প্রস্তাবিত শেয়ারহোল্ডার	শেয়ারের সংখ্যা
আর্কো লিজিং লিমিটেড	১৮,৫৯,৬৩০	আর্কো লিজিং লিমিটেড	৭৮,৫৯,৬৩০

ম্যানেজমেন্ট এবং শেয়ারহোল্ডিংয়ে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের জন্য আরবিআই-এর পূর্বানুমোদন যথাক্রমে ১৮ জুন, ২০২৬ এবং ১৯ জুন, ২০২৬ তারিখের আরবিআই পত্রের মাধ্যমে কোম্পানির দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে।

কোনো আপত্তি থাকলে তা নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় ইপি-ওয়াই-১৬, সেক্টর-ফাইভ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০৯১-তে লিখিতভাবে জানানো যেতে পারে বা ansutradeandfiscals@gmail.com-এ একটি ইমেল পাঠানো যেতে পারে।

নিম্নোক্তদের দ্বারা এবং আন্সু ট্রেড অ্যান্ড ফিসক্যালস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে জারি করা হয়েছে

	স্বা/-	স্বা/-	স্বা/-	স্বা/-
	নরেন্দ্র রুইয়া	কুশাগ্র বশিষ্ঠ	জিতেশ কোঠারি	অতুল জয়সওয়াল
	ডিরেক্টর	ডিরেক্টর	প্রস্তাবিত ডিরেক্টর	প্রস্তাবিত ডিরেক্টর
তারিখ: ২২ শে জুন, ২০২৬	ডিআইএন:	ডিআইএন:	ডিআইএন:	ডিআইএন:
স্থান: কলকাতা	০১২২৮৩১২	০৮৮৮০৬৬৯	০৭৫২২৭৬১	১১৬১৫২৬২

এসবিআই এইচএলসি বারুইপুর (৬৪২০২)

সাইট্রাস কোভ, ৩য় তল, কামালগাজি মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১০৩; ই-মেইল sbi.64202@sbi.co.in

২৯.০৬.২০২৬ তারিখে ই-নিলামের মাধ্যমে যানবাহন বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, এই বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত যানবাহনটি **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বারুইপুর** কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে। বিক্রয়টি **''যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে এবং যেমন অবস্থায় আছে''** ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	ভেহিকেল মডেল	রেজি. নং এবং রেজি. তারিখ	ফুয়েল টাইপ	সংরক্ষিত মূল্য জিএসটি সহ (মূল্য টাকা)
১.	ঋণগ্রহীতা : অনুপ মিত্র, অভিব্রত মিত্র	২৫.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত	মেক/মডেল : Jeep New Compass NE 02 2D MT	WB 74BT 1811 এবং ০৫.০৬.২০২৪	ডিজেল	১৬,৩৭,৪৪০ টাকা (ষোলো লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার চারশ চল্লিশ টাকা) জিএসটি সহ
২.	ঋণগ্রহীতা : স্নেহা দাসগুপ্ত বিশ্বাস	২৫.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত	মেক/মডেল : Hyundai Motors/Aura 1.2 MT kappa SX(O)	WB 06X 0255 এবং ২০.০৬.২০২২.	পেট্রোল	৩,৭৪,০০০ টাকা (তিন লাখ চুয়াত্তর হাজার টাকা) জিএসটি সহ
৩.	ঋণগ্রহীতা : তারিকুল গোলদার	২৫.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত	মেক/মডেল : Maruti Suzuki/Swift VXI,	WB 25S 0263. এবং ১৬.০৬.২০২৫	পেট্রোল	৫,২৭, ৭৪৪ টাকা (পাঁচ লাখ সাতাশ হাজার সাতশ চুয়াল্লিশ টাকা) জিএসটি সহ
৪.	ঋণগ্রহীতা : প্রয়াত সুকান্ত জাতি	২৫.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত	Maruti Suzuki/ S-Presso VXI +(O)	WB 97B 8764 এবং ২৯.০৩.২০২৫	পেট্রোল	৩,৯০,০০০ টাকা (তিন লাখ নব্বই হাজার টাকা) জিএসটি সহ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৯.০৬.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে **১০ মিনিটের** অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) **ইএমডি : ১০ শতাংশ** প্রতিটি ভেহিকেলের সংরক্ষিত মূল্য উপরে উল্লিখিত। (অসফল দরদাতার ক্ষেত্রে ইএমডি ফেরতযোগ্য)। উপরে উল্লিখিত ভেহিকেলগুলি পর্যবেক্ষণের জন্য নিচে উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করুন :

ক্রমিক নং ১, ২ ও ৩-এর জন্য যোগাযোগকারী ব্যক্তি - আশুতোষ হালদার, মোবাইল নং ৯৮৩০০৯৩৮১৪

ক্রমিক নং ৪-এর জন্য যোগাযোগকারী ব্যক্তি - জগন্নাথ মণ্ডল, মোবাইল নং ৯১৬৩০০৬১৩১

নিয়ম ও শর্তাবলী :

১. ই-নিলামটি **''যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে এবং যেমন অবস্থায় আছে''** ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং গাড়িগুলোর অবস্থা বা এ সংক্রান্ত অন্য কোনো বিষয়ের জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

২. ই-নিলামটি ২৯.০৬.২০২৬ তারিখে **www.baanknet.com** পোর্টালের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

৩. আগ্রহী ক্রেতা/নিলামে অংশগ্রহণকারীকে **www.baanknet.com**-এ অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে ইএমডি এর অর্থ জমা দিতে হবে।

৪. ই-নিলামের বিস্তারিত প্রক্রিয়া এবং শর্তাবলী জানার জন্য আগ্রহী অংশগ্রহণকারীরা **www.baanknet.com** ভিজিট করে 'বিজনেস রুল' সংক্রান্ত নথিটি ডাউনলোড করতে পারেন। এছাড়া আগ্রহী অংশগ্রহণকারীরা উপরে উল্লিখিত নম্বরে পরিষেবা প্রদানকারীর সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন।

৫. নিলামে অংশগ্রহণকারীকে 'রিজার্ভ প্রাইস' বা নির্ধারিত ন্যূনতম মূল্যের চেয়ে অন্তত **১০,০০০ টাকা** বেশি দর প্রস্তাব করতে হবে।

৬. আগ্রহী অংশগ্রহণকারীরা সংশ্লিষ্ট ইয়ার্ডে গিয়ে গাড়িটি পরিদর্শন করতে পারেন এবং তাদের সর্বোচ্চ দর (ন্যূনতম সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে বেশি) প্রস্তাব করতে পারেন।

৭. সফল নিলামকারীকে নিলামের অবশিষ্ট অর্থ **০৪.০৭.২০২৬ তারিখের বিকেল ৪টার মধ্যে** জমা দিতে হবে; অন্যথায় ইএমডি-এর অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৮. সফল নিলামকারী কোনো কারণেই নিলাম থেকে সরে আসতে পারবেন না।

৯. কোনো পূর্ব নোটিশ ছাড়াই নিলাম বাতিল বা স্থগিত করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

১০. বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনি যোগাযোগ করতে পারেন **অনুমোদিত অফিসার : শ্রী নরিন্দর কুমার রামপাল। যোগাযোগের নম্বর ৯৬৭৪৭৬৪২০৩।**

তারিখ : ২০.০৬.২০২৬ **অনুমোদিত অফিসার**

স্থান : কলকাতা **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া**

সবুজ ধ্বংস নিয়ে রাহুলকে তোপ রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ২১ জুন: 'গ্রেট নিকোবর প্রজেক্ট'। নরেন্দ্র মোদী সরকারের ৮০ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। কাটা পড়বে সাড়ে আট লক্ষ গাছ! দুশ্চিন্তায় পরিবেশবিদ থেকে প্রাণিবিজ্ঞানীরা। শুরু থেকে প্রকল্পের বিরোধিতা করছেন রাহুল গান্ধি। প্রতীকী প্রতিবাদ হিসাবে তিনি স্কুবা ডাইভিং করেন আন্দামান সাগরে। রবিবার পালটা তোপ দেগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, জাতীয় স্বার্থে যে প্রকল্প হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছেন কংগ্রেস নেতা।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রিজিজু দাবি করেন, কেন্দ্রের প্রকল্পের কারণে পরিবেশের ক্ষতি হবে না। ক্ষতি রোধ করার জন্য ভারতের পরিবেশ আইন ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'পরিবেশের অজুহাত দেওয়া হচ্ছে।' যোগ করেন, 'রাহুল গান্ধিজির অপপ্রচারের লক্ষ্য হল ভবিষ্যতে ভারত যে কৌশলগত সুবিধা পাবে, তা ব্যাহত করা।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, দ্বীপপুঞ্জে রাহুল গান্ধি স্কুবা-ডাইভিং করে 'ইকোসিস্টেম' নিয়ে অতিরঞ্জিত প্রচার চালাতে চেয়েছিলেন, তাঁরা এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে চান।

কিরেন রিজিজু যুক্তি দিয়েছেন,পরিবেশ সংরক্ষণ, উপজাতিদের কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন, এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ নেই। তিনি বলেন, 'আমাদের সবকিছু করতে হবে। পরিবেশ সুরক্ষা, উন্নয়ন প্রকল্প, আদিবাসীদের সুরক্ষা, শিল্পও আনতে হবে। বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর পর্যটন কেন্দ্রটিও এখানে গড়ে তোলা উচিত।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, 'রাহুল গান্ধিজি আন্দামানে স্কুবা ডাইভিংয়ের জন্য ২৬ কোটি টাকা খরচ করেছেন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই খবর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। স্কুবা ডাইভিংকে সামুদ্রিক জীবন ও পরিবেশগত উদ্বেগের সঙ্গে যুক্ত করে প্রকল্পের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা হয়েছিল।' এই প্রকল্প বন ও সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করবে, এমন সমালোচনার জবাবে রিজিজু যুক্তি দেন, কোনও সরকারই খেয়ালখুশি মতো পরিবেশ ধ্বংস করতে পারে না। তিনি বলেন, 'আমাদের পরিবেশ আইন অত্যন্ত শক্তিশালী। জলবায়ু, পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের বিষয়ে সরকারের নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট। কেউ নিজের ইচ্ছামতো কোনও কিছু ধ্বংস করতে পারবে না।'

সুইৎজারল্যান্ডে আমেরিকা-ইরান বৈঠক

জুরিখ, ২১ জুন: আমেরিকার সঙ্গে বৈঠকে বসার আগে নিজেদের অবস্থান বুঝিয়ে দিল ইরান। রবিবার বিকেল সুইৎজারল্যান্ডে বৈঠকে বসে আমেরিকা এবং ইরান। তবে ইরানের স্পষ্ট বক্তব্য, লেবাননে ইজরায়েলি হামলা বন্ধ না-হলে পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনা সম্ভব নয়। এই শর্তেই আমেরিকার সঙ্গে বৈঠকে বসেছে তারা।

ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য, বোঝাপড়া চূড়ান্ত করে পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনা শুরু করার আগে লেবাননে শান্তি ফেরাতে হবে। লেবাননে সংঘর্ষবিরতি বাস্তবায়িত না-হলে পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, আমেরিকা-ইরান চূড়ান্ত সমঝোতার পথে অন্যতম কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে লেবানন সমস্যা। লেবাননে দীর্ঘ দিন ধরেই সক্রিয় ইরানের মদতপুষ্ট সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লা। তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে আমেরিকার 'বন্ধুরাষ্ট্র' ইজরায়েলের।

সম্প্রতি আমেরিকা-ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত মউয়ে বলা হয়েছে, লেবানন-সহ সর্বত্র সংঘর্ষবিরতি কার্যকর হবে। কিন্তু তা মানতে নারাজ ইজরায়েল। সংঘর্ষবিরতি ঘোষণার পরেও তারা লেবাননে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় রবিবার বিকেলে (ভারতীয় সময়ে) সুইৎজারল্যান্ডের বারগেনস্টকে বৈঠকে বসে আমেরিকা এবং ইরান। মধ্যস্থতাকারী হিসাবে রয়েছে পাকিস্তান এবং কাতারও। ওই বৈঠক শুরুর ঠিক আগেই সমাজমাধ্যম পোস্টে তেহরানের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমায়েল বাঘেই।

সমাজমাধ্যমে বাঘেই লেখেন, 'যুদ্ধ বন্ধ করার বিষয়ে গত ১৮ জুন স্বাক্ষরিত মউয়ে উল্লিখিত শর্তগুলির কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে, তা নিয়ে আলোচনার জন্য সুইৎজারল্যান্ডে বৈঠক হচ্ছে।' তাঁর দাবি, মউয়ের বেশ কিছু অংশ কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করছে চূড়ান্ত চুক্তি নিয়ে আলোচনা।

উল্লেখ্য, লেবাননে হামলার বিরোধিতায় শনিবারই ইরান ঘোষণা করে দেয়, তারা ফের হরমুজ বন্ধ করে দিচ্ছে। যদিও আমেরিকার দাবি, তাদের কাছে হরমুজ বন্ধ হওয়ার কোনও খবর নেই। এ সবের মধ্যেই ইরানি সূত্রে রয়টার্স জানায়, লেবাননে সংঘর্ষবিরতি বাস্তবায়িত না-হলে হরমুজ খোলা হবে না। অন্য দিকে, ইজরায়েলও পিছু হটতে চাইছে না। সে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাট্‌জ জানিয়েছেন, লেবাননে কোনও প্রকার ঝুঁকির মুখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার ক্ষেত্রে বাহিনীর উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। ইজরায়েলি বাহিনী এখনও লেবাননে রয়েছে, তা-ও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

ব্রিটেনের রোষে ভারতীয় নাবিকরা, গ্রেপ্তার জাহাজের ক্যাপ্টেন

লন্ডন, ২১ জুন: কয়েকদিন আগে মার্কিন হামলায় মৃত্যু হয়েছে তিনজন ভারতীয় নাবিকের। এবার ভারতীয় নাবিক পড়লেন ব্রিটেনের রোষে। জানা গিয়েছে, ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার সময়ে তেলবাহী ওই জাহাজটিকে আটক করা হয়। সেই সঙ্গে হেপাজতে নেওয়া হয় জাহাজের ক্যাপ্টেন অজয় পন্থকে। দোষী সাব্যস্ত হলে ১০ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে তাঁর। কবে মুক্তি পাবেন অজয়, সেই নিয়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত।

জানা গিয়েছে, রুশ তেলবাহী জাহাজটি রাশিয়া থেকে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ভারতের দিকে রওনা দিয়েছিল। যেহেতু রুশ তেলের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেকারণেই ব্রিটিশ জলসীমায় প্রবেশ করা মাত্র জাহাজটিকে আটক করা হয়। গত ১৪ জুন থেকে ব্রিটিশদের হেপাজতে রয়েছেন অজয়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, তাঁর পরিবারের কাউকে এই গ্রেপ্তারি নিয়ে কিছু জানানো হয়নি। নৈনিতালের বাসিন্দা অজয়ের স্ত্রী ঋতু বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে গোটা বিষয়টির খবর পেয়েছেন তাঁরা।

উত্তরাখণ্ডের স্বরাষ্ট্রসচিব শৈলেশ বাগুলি জানিয়েছেন, কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি লিখেছেন তাঁরা। অজয়কে যেন দ্রুত মুক্তি দেওয়া হয়, সেই ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়েছে বিদেশ মন্ত্রককে। সূত্রের খবর, ব্রিটিশ হাইকমিশনকে কনসুলার অ্যাক্সেস দেওয়া হয়েছে অজয় ইস্যুতে। তিনি ছাড়াও ২৪ জন নাবিক ছিলেন আটক হওয়া জাহাজটিতে। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয়। তবে এই নাবিকদের আটক করা হয়নি। ঋতুর কথায়, অজয় স্রেফ কর্তাদের নির্দেশ পালন করছিলেন। সেই নির্দেশ মেনেই জাহাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর দোষ নেই।

সন্তানের সামনেই আদিবাসী মহিলাকে গণধর্ষণ

ভোপাল, ২১ জুন: নাবালক পুত্রের সামনেই মাকে গণধর্ষণ! কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেল চোরের দল। গত বৃহস্পতিবার ভয়ংকর এই ঘটনা ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর বদনগর এলাকার এক খামারে। আদিবাসী মহিলাকে গণধর্ষণ ও চুরির ঘটনায় অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গিয়ে, ওই খামারে পাহারাদারের কাজ করতেন আদিবাসী দম্পতি। সারাদিন কাজের পর ওই দম্পতি ও তাঁদের ১২ বছরের পুত্র এক কুঁড়েঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। মাঝরাতে সেখানে হাজির হয় ৫ সদস্যের চোরেরদল। ঘুমন্ত পরিবারকে জাগিয়ে গোটা খামারে তাণ্ডব শুরু করে তারা। চুরি পর্ব সারার পর দুষ্কৃতীদের নজর পড়ে মহিলার দিকে। ৩০ বছরের ওই নির্যাতিতার দাবি অনুযায়ী, দুষ্কৃতীরা মহিলার স্বামীকে আটকে, মহিলা ও তাঁর ছেলেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় ঝোপের আড়ালে। সেখানে ছেলের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে তাঁর চোখের সামনে এঁকে এঁকে ধর্ষণ করে মহিলাকে। চিৎকার করলে ছেলেকে খুন করার হুমকি দেয়।

ভয়ংকর এই ঘটনায় মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করা হয়েছে পুলিশের তরফে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। শীঘ্রই অপরাধীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হবে। চোখের সামনে মায়ের সঙ্গে এই ঘটনা দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিশোর।

উল্লেখ্য, সপ্তাহখানেক আগে বিহারের বেগুসরাইতে বাড়িতে ঢুকে স্বামীর সামনেই মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল এক দল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। এবার সেই একই ঘটনা ঘটল মধ্যপ্রদেশে। ধর্ষণের পাশাপাশি ওই আদিবাসী মহিলার উপর নারকীয় নির্যাতন চালানো হয় বলেও অভিযোগ।

নিটের স্বার্থে বিমানবন্দরে ৪৫ মিনিট মোদী

নয়াদিল্লি, ২১ জুন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের কর্মসূচি সেরে কলকাতা থেকে সকাল ১১টা নাগাদ দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুপুর সওয়া ১টা নাগাদ তাঁর বিমান নামে দিল্লি বিমানবন্দরে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কনভয় বিমানবন্দর ছাড়েনি। দুপুর ২টোর পর বিমানবন্দর থেকে বেরোন প্রধানমন্ত্রী। কেন ৪৫ মিনিট বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতে হল মোদীকে? নেপথ্যে নিট। প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের জন্য যাতে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছোতে সমস্যা না হয়, তাই ৪৫ মিনিট বিমানবন্দরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন মোদী।

প্রশ্নফাঁসের কারণে রবিবার আবার মেডিক্যালের স্নাতকে ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারক ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট (নিট) হচ্ছে। পরীক্ষা শুরুর সময় ছিল দুপুর ২খটা। আধিকারিকদের মতে, ওই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্তের পরীক্ষাকেন্দ্রের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন হাজার হাজার পরীক্ষার্থী। প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের কারণে যাতে সেই সময় রাজধানীর ট্রাফিক ব্যবস্থা ব্যাহত না-হয় তা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের যাতায়াতের কারণে নির্দিষ্ট রুটের যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। অনেক অস্থায়ী বিধিনিষেধও আরোপ করার প্রয়োজন পড়ে। প্রধানমন্ত্রী চেয়েছিলেন, সেই সব কারণে যাতে পরীক্ষার্থীরা কোনও অসুবিধায় না-পড়েন। দুপুর ২টোয় পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরই দিল্লি বিমানবন্দর থেকে তাঁর বাসভবনের দিকে রওনা দেয় মোদীর কনভয়।

ময়দান

সিএবিতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশগ্রহণ করলেন সিএবির অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক।

খুদেদের হাত ধরে ঘরে ঘরে পৌঁছোক যোগচর্চার বার্তা

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে শ্যামনগরের স্কুলে হিমাংশু সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে এক অভিনব ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির সাক্ষী থাকল শ্যামনগর। রবিবার সকালে বিশ্ব যোগ দিবসের বিশেষ মুহূর্তে শ্যামনগরের একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে খুদে পড়ুয়াদের সাথে যোগাভ্যাসে শামিল হলেন ভাটপাড়ার বিশিষ্ট বিজেপি নেতা হিমাংশু সরকার। ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আসন করার পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনে সুস্থ ও সতেজ থাকতে যোগচর্চার গুরুত্ব ঠিক কতটা, তা সহজ ভাষায় তাদের বুঝিয়ে বলেন তিনি।প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান হিমাংশু সরকার । তাঁর মূল উদ্দেশ্য, এই যোগাভ্যাস যেন শুধু একটি দিনের আনুষ্ঠানিকতায় আটকে না থেকে প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়।এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা হিমাংশু সরকার বলেন, ক্ষ্মআমাদের একটাই উদ্দেশ্য, এই যোগা চর্চা একদম প্রাথমিক লেভেল থেকে শুরু হোক এবং প্রতিদিন হোক। স্কুল থেকে শিখে এই শিশুরা যখন বাড়িতে গিয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বাবা-মা বা বাড়ির বড়দের বলবে; 'যোগ চর্চা করলে শরীর ভালো থাকে, মনের বিকাশ হয়, তাই আমার সঙ্গে তোমরাও শুরু করো';তখনই আমাদের এই প্রয়াস সফল হবে। নতুন প্রজন্ম সুস্থ থাকলে তবেই সুস্থ সমাজের বিকাশ ঘটবে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে মেতে উঠল মোহনবাগান
সবুজ-মেরুন তাঁবুতে ফিটনেস ও সংহতির বার্তা

উপস্থিত সভাপতি দেবাশিস দত্ত ও সচিব সৃঞ্জয় বসু, জুনিয়র ফুটবলার ও সমর্থকদের নিয়ে মেগা আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের পাশাপাশি রবিবার সকালে ময়দানের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব মোহনবাগানেও মহাসমারোহে উদযাপিত হলো আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এই উপলক্ষ্যে ক্লাব তাঁবুতে আয়োজিত এক বিশেষ যোগা সেশনে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগান সভাপতি দেবাশীষ দত্ত, সচিব সৃঞ্জয় বসু এবং মোহনবাগান ক্লাবের কর্মসমিতির সদস্যরা। ক্লাব কর্মকর্তা ও জুনিয়র ফুটবলারদের পাশাপাশি সবুজ-মেরুন দলের বহু সমর্থকও এদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কর্মসূচিতে শামিল হন। সকালের মনোরম পরিবেশে ক্লাবের লন জুড়ে চলে বিভিন্ন প্রাণায়াম ও যোগাসনের যৌথ অনুশীলন।বর্তমান আধুনিক ও গতিশীল ক্রীড়াজগতে ফুটবলার ও অ্যাথলিটদের চোট-আঘাত মুক্ত রাখতে এবং মাঠের ভেতর মানসিক একাগ্রতা বাড়াতে যোগচর্চার ভূমিকা অপরিসীম। সেই কথা মাথায় রেখেই মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষ থেকে এই বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ক্লাবের জুনিয়র দলের ফুটবলারদের অত্যন্ত উৎসাহের সাথে প্রতিটি আসন অভ্যাস করতে দেখা যায়।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে মেতে উঠল মোহনবাগান। সবুজ-মেরুন তাঁবুতে ফিটনেস ও সংহতির বার্তায় উপস্থিত সভাপতি দেবাশিস দত্ত ও সচিব সৃঞ্জয় বসু এবং জুনিয়র ফুটবলার ও সমর্থকরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ক্লাব কর্তারা জানান, আধুনিক ফুটবলে শুধু শারীরিক শক্তি নয়, মানসিক শক্তি এবং চাপের মুখে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত যোগাভ্যাস খেলোয়াড়দের মনোসংযোগ বৃদ্ধি করে এবং মাঠের ভেতরের মানসিক চাপ সামলাতে সাহায্য করে। শুধু ফুটবলারদের জন্যই নয়, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও সুস্থ ও নীরোগ থাকতে যোগচর্চাকে প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত করার আহ্বান জানানো হয় ক্লাবের পক্ষ থেকে। ময়দানের অন্যতম সেরা এই ক্লাবের এমন স্বাস্থ্যসচেতন উদ্যোগে কর্মকর্তা, খেলোয়াড় ও সমর্থকদের এই যৌথ উপস্থিতি ক্রীড়ামহলে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. KMDA/EM/EE/ED-IV/ e-NIT-05 of 2026-27
Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-IV, EM Sector, KMDA, 3rd floor, Block-L, Unnayan Bhavan, Kolkata-700091, from the eligible agencies, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Operation and Maintenance of Traffic Signaling system along with Solar operated Blinkers at Garden Reach Flyover for a period of 01 (One) Year., Rs.4,72,267/-, Rs.9,446/-, 12 Calendar months, **Last date & time of online Tender submission:** 01/07/2026, 13.00 hrs. for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-142)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T10774(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Tender
e-NIT No. WBIW/AE-II/MEDM /eNIT02/2026-27 of Assistant Engineer-II Attached to Executive Engineer Mechanical & Electrical Division, Midnapore. On behalf of the Governor of W.B. The Assistant Engineer-II Attached to Executive Engineer Mechanical & Electrical Division, Midnapore invites tender for the works : - 1) Amount Put to Tender Rs. 166906.83 (Electrical Work) Last date of application for tender 29.06.2026 UP TO 10:00 A.M. Details information are available from the office of the undersigned and departmental website **www.wbiwd.gov.in** and **https://wbtenders.gov.in** Sd/- P. Parui Assistant Engineer-II, Attached to Executive Engineer Mechanical & Electrical Division, Midnapore.
ICA- T10741(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
IRRIGATION AND WATERWAYS DIRECTORATE
TENDER NOTICE
e-NIT NO. WBIW/SDO/SISD/eNIT-01/2026-27
e-Tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible bonafide contractors for 03 (Three) nos. Works amounting to ranging from 2.00 lakh to 4.90 lakh under AE. Last date & time of Bid Submission is on 29.06.2026 till 14.00 Hrs. IST. Details of tender Notice may be seen at https://wbtenders.gov.in or https://wbiw.gov.in and in the office of the undersigned. Sd/- Sub-Divisional Officer, Singur Irrigation Sub-Division
ICA- T10745(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 01/EE/O&M-IIA/W&S/ KMDA of 2026-27
e-Tender is invited by the Executive Engineer, Division O&M-IIA, W&S Sector, KMDA, 83/1A, Vivekananda Road, 3rd Floor, Kolkata-700006, from eligible and resourceful contactors, for the work, **Sl. No., Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion, (1)** Repairing and maintenance of Grid Distribution System of Rajarhat Zone IV FAWS Scheme for 1(One) year under24 PGS (N) District., Rs.3,47,229/-, Rs.7,000/-, 365 days, **(2)** - Same as Sl. No.1- Rajarhat Zone II FAWS Scheme for 1(One) year under 24 PGS (N) District., Rs.3,46,036/-, Rs.7,000/-, 365 days, **(3)** - Same as Sl. No.1- Sultanpur Zone II & III FAWS Scheme for 1(One) year under 24 PGS (N) District., Rs.3,45,125/-, Rs.7,000/-, 365 days, **End date & time of Online Bid submission:** 29.06.2026 at 18:45 hrs, for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in (KMDA-151)
www.wbtenders.gov.in
ICA- T10783(1)/2026

সাধারণ নোটিশ
এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকল গ্রাহক, বিনিয়োগকারীগণ, এবং সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, এসএমআইএফএস লিমিটেড, সেবি রেজিস্ট্রেশন নং আইএনজেড০০০২২০৬৩৫ এবং মেসার্স কল্পতরু শেয়ারস অ্যান্ড স্টক ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস রুম নং ১৩৩এ, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৩ এর মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ৩০.০১.২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর হিসেবে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের জারি করা নির্দেশাবলি অনুযায়ী শৃঙখলা রক্ষার কারণে খারিজ করা হয়েছে।
মেসার্স কল্পতরু শেয়ারস অ্যান্ড স্টক ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক কোনও কাজ, প্রতিনিধিত্ব এবং/বা লেনদেন বিষয়ে এসএমআইএফএস -কোনওভাবেই দায়ী হবে না।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্
ওপেন ই-টেন্ডার
নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি **www.ireps.gov.in** লিংকের অধীনে অ্যাক্সেস করা যাবে। লিংক **www.ireps.gov.in→login→E-Tender Stores/Supply** অ্যাক্সেস করে কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক্যালি এরূপ ই-টেন্ডারের জন্য অফার জমা করা যাবে। নির্দিষ্ট টেন্ডার সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ অথবা আইআরইপিএস সম্পর্কিত তথ্য, যদি থাকে, তা পাওয়ার জন্য ভেন্ডরগণ নিম্নলিখিত আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনঃ ডেপুটি সিএমএম/ এইচকিউ/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, ৯১৬৩৩৪০৭১১ অথবা এএমএম/এইচকিউ, ৯১৬৩৩৪০৭১৩ (বিজ্ঞপ্তি ক্রমিক নং. ক-এর জন্য) এবং ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, ৯১৬৩৩৪০৭১১ অথবা এএমএম/এইচকিউ-II, ৯১৬৩৩৪০৭২৪ (বিজ্ঞপ্তি ক্রমিক নং. খ-এর জন্য)। **অফিসের ঠিকানাঃ** পিসিএমএম/ সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন-এর অফিস।
[ক] নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/ ১৯/০১৬২, তারিখঃ ১৬/০৬/২০২৬। ক্রমিক নং.ঃ [১]। টেন্ডার নং.ঃ ৭৩২৬৩৮৪৬। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ স্পেসি. সিএলডব্লু/এমএস/ ৩/০৬৮ অল্ট.-১৫ অনুযায়ী ই৭০ ব্রেক সিস্টেমের জন্য ডব্লুএজি-৯এইচসি-র জন্য স্টিল পাইপ ফিটিংস (শেল পাইপিং) (সংলগ্ন সেট বিবরণ অনুযায়ী ৩০ আইটেম সমন্বিত প্রতি সেট)। [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারি তারিখের পর থেকে ৭২ মাস]। **পরিমাণঃ ১৪৩০.০০ সেট। বায়না মূল্য জমা (টাকা):** ১৫১০১০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (আইএসটি)ঃ ২০/০৭/২০২৬ তারিখ সকাল ১১টায়।**
[খ] নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/ ১৯/০১৬২, তারিখঃ ১৭/০৬/২০২৬। ক্রমিক নং.ঃ [১]। টেন্ডার নং.ঃ ৭০২৬০০৯৩। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ পিনিয়ন (২১টিথ), স্পেসিঃ ড্রইং/স্পেসি. নং. এসকেডিপি-৩৮৪৭ অল্ট.১/ এমপি.০.২৮০০.১৯ (রেভ.০১) জুন ২০১৯। [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারি তারিখের পর থেকে ৭২ মাস]। **পরিমাণঃ ১৫৩৬.০০ সেট। বায়না মূল্য জমা (টাকা):** ৯১৯২৯০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (আইএসটি)ঃ ২৫/০৭/২০২৬ তারিখ সকাল ১১টায়।**
PR3/387 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Chief Project Director Project for Forest and Biodiversity Conservation for Climate Change Response in West Bengal
e-TENDER NOTICE
NIT No. WBFBCCCR/NIT-1/2026-27
E-Tender is invited from bonafide, resourceful, experienced Contractors/Firms in West Bengal for Selection of Cost/Chartered Accountant Firm, for closure and compilation of Accounts for the Financial Year 2026-2027 along with consultancy towards maintenance of component wise detailed Chart of Accounts (COA) under cloud based Tally software data files of WB-FBCCCR (PMU, DMUs & FMUs) for the Project for Forest and Biodiversity Conservation for Climate Change Response in West Bengal (WB-FBCCCR), Building-1, Block LB-2, Sector III, Salt Lake City, Kolkata-700106. Last date of submitting of e-Tender online is on 08.07.2026 at 05:00 P.M. e-tender documents may be downloaded from **www.wbtenders.gov.in** from 22.06.2026 at 12:00 P.M. This notice will be visible at **www.westbengalforestgov.in** and **www.wbfbcp.org** from 11:00 A.M. on 22.06.2026. Sd/- Chief Conservator of Forests and Project Director, (Administration, Finance & Coordination), WB-FBCCCR Project.
ICA- T10738(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid ref. no.- WBMSCL/NIT-511/2026, Dated- 15/06/2026
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for "Reparing work for Establishment of CT-Scan at Ground floor of OPD Building at Murshidabad Medical College and Hospital, District-Murshidabad under the Jurisdiction of WBMSCL in the financial year 2025-2026 – Civil & S&P Works."Last date of submission of bid (online)-07/07/2026, 02:00 P.M. The tender document can be downloaded from **www.wbmsc.gov.in** and **www.wbtenders.gov.in** on or after 23/06/2026, 11:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to **eewbmscl.krishnajit@gmail.com** or contact with Sri Krishnajit Banerjee, Executive Engineer (Civil), WEST BENGAL MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED, Swasthya Sathi, GN-29, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091, Land no : 033-40340359. Sd/- General Manager, WBMSCL.
ICA- T10759(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no. WBMSCL/NIT-504/2026, Dated - 15/06/2026
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for "Urgent Cleaning and repairing of manholes, septic tanks, soak pits and road side area of Bashirhat SSH Building at Bashirhat, District-North 24 Pgs under the Jurisdiction of WBMSCL in the financial year 2026-2027. - S&P Works." Last date of submission of bid (online) - 07/07/2026, 12:00 PM. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in on or after 23/06/2026, 11:00 AM. Clarification requests, if any may be sent to eewbmscl.krishnajit@gmail.com or contact with Sri Krishnajit Banerjee, Executive Engineer (Civil), WEST BENGAL MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED, Swasthya Sathi, GN-29, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091, Land no: 033-40340359. Sd/- General Manager, WBMSCL & Addl. Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal
ICA- T10753(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 08/EE/DIV-IV/Housing (BSUP)/KMDA of 2026-2027
e-Tender is invited by The Executive Engineer, DIV-IV, Housing (BSUP), Housing Sector, KMDA, 6th floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Urgent repairing of different flats in SIH-II, XII-M and fixing of new weather board at Block-6 and repairing of 1 no. overhead tank in SIH-II under Housing Sector, KMDA., Rs.3,49,890/- (including GST & LWC), Rs.7,000/-, 03 months, **Last date & time of Online Bid submission:** 30.06.2026, Time: 12.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in (KMDA-153)
www.wbtenders.gov.in
ICA- T10780(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ২২ জুন ২০২৬ • পেজ ৮

হেডফোন ব্যবহার: আধুনিক জীবনের আশীর্বাদ নাকি নীরব বিপদ?

বেবি চক্রবর্তী

বর্তমান ডিজিটাল যুগে হেডফোন যেন আমাদের নিত্যসঙ্গী। বাসে, ট্রেনে, অফিসে, জিমে কিংবা ঘুমানোর আগ মুহূর্তেও অনেকের কানে থাকে হেডফোন। গান শোনা, অনলাইন ক্লাস, ভিডিও কনফারেন্স, গেমিং কিংবা ফোনালাপ;সব ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার দ্রুত বেড়েছে। প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তারযুক্ত হেডফোনের জায়গা নিয়েছে ওয়্যারলেস ইয়ারবাড ও নয়েজ-ক্যানসেলিং ডিভাইস। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে;হেডফোন ব্যবহার কি সত্যিই উপকারী, নাকি এর আড়ালে লুকিয়ে আছে স্বাস্থ্যঝুঁকি? হেডফোনের জনপ্রিয়তা কেন বাড়ছে? স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের বিস্তারের কারণে মানুষের ব্যক্তিগত বিনোদনের ধরন বদলে গেছে। এখন প্রত্যেকে নিজের পছন্দের গান, সিনেমা বা পডকাস্ট একান্তে উপভোগ করতে চায়। হেডফোন সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সহজ করেছে। বিশেষ করে কর্মব্যস্ত নগরজীবনে বাইরের শব্দ এড়িয়ে মনোযোগ ধরে রাখতে অনেকেই হেডফোন ব্যবহার করেন।

অনলাইন শিক্ষা ও 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' সংস্কৃতিও এর ব্যবহার বাড়িয়েছে। একজন শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে অফিসকর্মী;সবাই এখন প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেডফোন ব্যবহার করছেন।

হেডফোন ব্যবহারের উপকারিতা

■ **ব্যক্তিগত বিনোদনের স্বাধীনতা**

হেডফোনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো ব্যক্তিগতভাবে গান বা ভিডিও উপভোগ করা যায়, অন্য কাউকে বিরক্ত না করেই। পরিবারের অন্য সদস্যদের অসুবিধা না করে নিজের পছন্দমতো কনটেন্ট শোনা সম্ভব।

■ **মনোযোগ বৃদ্ধি**

অনেকেই পড়াশোনা বা কাজের সময় হেডফোন ব্যবহার করেন। বিশেষ করে নয়েজ-ক্যানসেলিং হেডফোন বাইরের শব্দ কমিয়ে মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করে। ব্যস্ত অফিস বা ভিড়পূর্ণ পরিবেশে এটি কার্যকর।

■ **অনলাইন শিক্ষা ও যোগাযোগে সহায়ক**

অনলাইন ক্লাস, ভার্চুয়াল মিটিং বা ভিডিও কলে পরিষ্কার শব্দ শোনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হেডফোন সেই যোগাযোগকে আরও সহজ ও কার্যকর করে।

■ **মানসিক প্রশান্তি**

সঙ্গীত মানুষের মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে, পছন্দের গান শুনলে উদ্বেগ ও হতাশা কিছুটা কমে। অনেকে মেডিটেশন বা রিলাক্সেশনের সময়ও হেডফোন ব্যবহার করেন।

■ **ব্যায়াম ও গেমিংয়ে বাড়তি অভিজ্ঞতা**

জিমে শরীরচর্চার সময় গান অনেককে অনুপ্রাণিত করে। আবার গেমারদের জন্য ভালো মানের হেডফোন বাস্তবসম্মত শব্দ অভিজ্ঞতা দেয়, যা খেলাকে আরও উপভোগ্য করে তোলে।

হেডফোন ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক

যদিও হেডফোনের অনেক সুবিধা আছে, তবে অতিরিক্ত বা ভুল ব্যবহারে এটি মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

■ **শ্রবণশক্তি হ্রাসের ঝুঁকি**

চিকিৎসকদের মতে, দীর্ঘ সময় উচ্চ ভলিউমে হেডফোন ব্যবহার করলে কানের ভেতরের সূক্ষ্ম কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কোষ একবার নষ্ট হলে আর ফিরে আসে না। ফলে ধীরে ধীরে শ্রবণশক্তি কমে যেতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ৮৫ ডেসিবেলের বেশি শব্দ দীর্ঘ সময় শোনা বিপজ্জনক। অথচ অনেকেই ৯০,১০০ ডেসিবেল পর্যন্ত ভলিউম বাড়িয়ে গান শোনেন।

■ **কানে ইনফেকশন**

একই হেডফোন বারবার ব্যবহার বা অন্যের সঙ্গে শেয়ার করলে ব্যাকটেরিয়া ছড়াতে পারে। বিশেষ করে ইয়ারবাড কানের ভেতরে ঢুকে থাকায় সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে।

■ **মাথাব্যথা ও মানসিক ক্লান্তি**

দীর্ঘক্ষণ হেডফোন ব্যবহার করলে অনেকের মাথাব্যথা, কানে চাপ অনুভব বা মানসিক ক্লান্তি দেখা দেয়। অতিরিক্ত শব্দ মস্তিষ্কেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

■ **ঘুমের সমস্যা**

অনেকে রাতে ঘুমানোর সময় হেডফোন ব্যবহার করেন। এতে ঘুমের স্বাভাবিক চক্র ব্যাহত হতে পারে। দীর্ঘদিন এভাবে চললে অনিদ্রা বা ঘুমের মান কমে যেতে পারে।

■ **দুর্ঘটনার আশঙ্কা**

রাস্তা পার হওয়ার সময় বা যানবাহন চালানোর সময় হেডফোন ব্যবহার অত্যন্ত বিপজ্জনক। বাইরের হর্ন বা সতর্ক সংকেত না শুনতে পাওয়ায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়ে যায়। তরুণ প্রজন্ম সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে বর্তমানে তরুণদের মধ্যে ইয়ারফোন বা হেডফোন ব্যবহারের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শোনেন বা গেম খেলেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, অতিরিক্ত উচ্চ শব্দে দীর্ঘ সময় থাকার কারণে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি তরুণ শ্রবণঝুঁকিতে রয়েছে। স্মার্টফোনের সহজলভ্যতা এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। অনেকে আবার ঘুমানোর আগ পর্যন্ত কানে ইয়ারবাড লাগিয়ে রাখেন, যা দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর।

নিরাপদ ব্যবহারের কিছু নিয়ম হেডফোন পুরোপুরি বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।

সচেতন ব্যবহার ক্ষতি অনেকটাই কমাতে পারে

■ **৬০/৬০ নিয়ম মেনে চলুন**

বিশেষজ্ঞদের মতে, সর্বোচ্চ ভলিউমের ৬০ শতাংশের বেশি ব্যবহার করা উচিত নয় এবং একটানা ৬০ মিনিটের বেশি হেডফোন ব্যবহার না করাই ভালো।

■ **মাঝেমধ্যে বিরতি নিন**

দীর্ঘ সময় গান শোনার বদলে প্রতি এক ঘণ্টা পর কয়েক মিনিট বিরতি নিন। এতে কানের ওপর চাপ কমে।

■ **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন**

ইয়ারবাড নিয়মিত পরিষ্কার করুন এবং অন্যের সঙ্গে শেয়ার করা এড়িয়ে চলুন।

■ **নয়েজ-ক্যানসেলিং হেডফোন ব্যবহার**

বাইরের শব্দ কম থাকলে কম ভলিউমেও পরিষ্কারভাবে শোনা যায়। ফলে কানের ক্ষতির ঝুঁকি কমে।

■ **রাস্তা চলার সময় সতর্ক থাকুন**

রাস্তা পার হওয়া বা গাড়ি চালানোর সময় হেডফোন ব্যবহার না করাই নিরাপদ।

চিকিৎসকদের মতামত

■ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, প্রযুক্তি নিজে ক্ষতিকর নয়; ক্ষতিকর হলো এর অপব্যবহার। সঠিক নিয়ম মেনে সীমিত সময় ব্যবহার করলে হেডফোন মানুষের জীবনকে সহজ ও আনন্দময় করতে পারে। কিন্তু অতিরিক্ত নির্ভরতা ভবিষ্যতে বড় স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে।

■ অনেক অডিওলজিস্ট মনে করেন, এখন থেকেই সচেতনতা না বাড়ালে আগামী প্রজন্মের মধ্যে শ্রবণ সমস্যার হার আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যেতে পারে।

সামাজিক ও মানসিক প্রভাব হেডফোন শুধু শারীরিক নয়, সামাজিক আচরণেও পরিবর্তন আনছে। অনেকেই এখন আশপাশের মানুষের সঙ্গে কম কথা বলেন এবং নিজের ভার্চুয়াল জগতে ডুবে থাকেন। এতে সামাজিক যোগাযোগ কমে যেতে পারে।

অন্যদিকে, কিছু মানুষ হেডফোনকে মানসিক প্রশান্তির মাধ্যম হিসেবেও দেখেন। একাকিত্ব দূর করতে কিংবা চাপ কমাতে গান শোনা কার্যকর ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ এর প্রভাব সম্পূর্ণ নির্ভর করে ব্যবহারের ধরন ও পরিমাণের ওপর।

দীর্ঘক্ষণ কথা বলার সময় মোবাইল ফোন সরাসরি কানের সাথে চেপে ধরে রাখার চেয়ে তারযুক্ত হেডফোন বা স্পিকার মোড ব্যবহার করাটা কয়েকটি কারণে বেশি সুবিধাজনক হতে পারে।

যে কারণে এটি ব্যবহার ভালো

■ **রেডিওফ্রিকোয়েন্সি (RF) শক্তির সংস্পর্শে আসার ঝুঁকি বৃদ্ধি**

ফোনগুলো সংকেত আদান-প্রদানের সময় স্বল্প মাত্রার ট্রচ বিকিরণ নির্গত করে। ফোনটি কানের সাথে চেপে ধরে রাখলে বিকিরণের উৎসটি মাথার খুব কাছাকাছি চলে আসে। বর্তমান গবেষণাগুলো এখনো নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে পারেনি যে, স্বাভাবিকভাবে মোবাইল ব্যবহারের ফলে মস্তিষ্কের ক্যান্সার হয়; তবে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংস্থাগুলো পরামর্শ দেয় যে, সম্ভব হলে অপ্রয়োজনীয় ও দীর্ঘস্থায়ী সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা উচিত।

■ **কানের উষ্ণতা বৃদ্ধি ও অস্বস্তি**

দীর্ঘক্ষণ কথা বলার ফলে কান গরম হয়ে যেতে পারে, যার কারণগুলো হলো

- ফোনের ব্যাটারি বা প্রসেসরের তাপ
- কানের চারপাশে বাতাসের চলাচল কমে যাওয়া
- ত্বকের সাথে দীর্ঘস্থায়ী সংস্পর্শ
- এর ফলে ত্বকে জ্বালাপোড়া বা ঘাম হতে পারে।

■ **ঘাড় ও অঙ্গভঙ্গির ওপর চাপ**

দীর্ঘক্ষণ ফোন হাতে ধরে রাখলে শরীরের যেসব অংশে চাপ বা টান পড়তে পারে, সেগুলো হলো

- ঘাড়ের পেশি
- কাঁধের জোড়া
- কবজি ও আঙুল
- বিশেষ করে কথা বলার সময় আপনি যদি ঘাড় বা মাথা একপাশে হেলিয়ে রাখেন।

■ **উচ্চ শব্দজনিত শ্রবণ সমস্যা**

যদি ইয়ারপিসের ভলিউম বা শব্দের মাত্রা খুব বেশি থাকে এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে ফোনটি কানের খুব কাছাকাছি থাকে, তবে তা ধীরে ধীরে কানের শ্রুতিশক্তি হ্রাস বা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

■ **ত্বকের জ্বালাপোড়া বা ব্রণ**

- ফোনের পৃষ্ঠে ঘাম, তেল এবং ব্যাকটেরিয়া জমা হয়। গাল ও কানের সাথে ফোনের দীর্ঘস্থায়ী সংস্পর্শের ফলে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে
- ব্রণ বা ফুসকুড়ি
- ত্বকে জ্বালাপোড়া বা অস্বস্তি
- ফোনটি অপরিষ্কার থাকলে ত্বকে মৃদু সংক্রমণ

তারযুক্ত হেডফোনগুলো কেন সাধারণত বেশি সুবিধাজনক

তারযুক্ত ইয়ারফোন বা হেডফোন ব্যবহারের সুবিধাগুলো হলো

- ফোনটিকে মাথা থেকে দূরে রাখে
- মস্তিষ্কের অংশে RF বিকিরণের সংস্পর্শ কমায়

দীর্ঘক্ষণ কথা বলার সময় আরামদায়ক অনুভূতি দেয়

শরীরের সঠিক অঙ্গভঙ্গি বা ভঙ্গি বজায় রাখতে সাহায্য করে

- ফোনের নিজস্ব তাপের কারণে কান গরম হওয়ার সমস্যা কমায়

কিছু ব্যবহারিক পরামর্শ

- দীর্ঘক্ষণ কথা বলার জন্য তারযুক্ত ইয়ারফোন ব্যবহার করুন।
- সম্ভব হলে স্পিকার মোড ব্যবহার করুন
- মাথার সাথে ফোন চেপে ধরে ঘুমানো থেকে বিরত থাকুন
- ফোনের ভলিউম বা শব্দের মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখুন
- ফোনের স্ক্রিন বা পর্দা নিয়মিত পরিষ্কার করুন।
- দুর্বল নেটওয়ার্ক বা সিগন্যালযুক্ত এলাকায় সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য কথা বলুন (সিগন্যাল দুর্বল থাকলে ফোনগুলো বেশি মাত্রায় শক্তি নির্গত করে)
- ব্লুটুথ ইয়ারফোনগুলোও ফোন থেকে সরাসরি মাথায় আসা আর এফ বিকিরণের মাত্রা কমিয়ে দেয়। যদিও এই ইয়ারফোনগুলো নিজেরাও খুব স্বল্প মাত্রার সংকেত নির্গত করে থাকে। সব মিলিয়ে, তারযুক্ত হেডফোনগুলোই আপনাকে সবচেয়ে কম মাত্রার বেতার বিকিরণের সংস্পর্শে নিয়ে আসে।

হেডফোন আধুনিক প্রযুক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ উপহার। এটি মানুষের বিনোদন, শিক্ষা ও যোগাযোগকে সহজ করেছে। তবে অতিরিক্ত ব্যবহার, উচ্চ ভলিউম এবং অসচেতন অভ্যাস কানের স্থায়ী ক্ষতি, মানসিক ক্লান্তি ও দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। তাই হেডফোনকে শত্রু নয়, বরং সচেতনভাবে ব্যবহারের উপযোগী প্রযুক্তি হিসেবে দেখা উচিত। নিয়ম মেনে ব্যবহার করলে এটি উপকারী বন্ধু, আর অসতর্ক ব্যবহারে নীরব ঘাতক।প্রযুক্তির যুগে সচেতনতাই হতে পারে নিরাপদ শ্রবণের সবচেয়ে বড় উপায়।

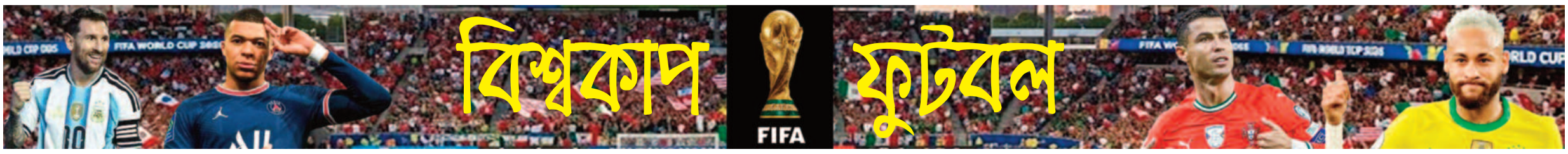

আইভরি কোস্টকে হারিয়ে ১২ বছর পর নকআউটে জার্মানরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইভরি কোস্টকে হারিয়ে শেষ মুহূর্তের আরেকটি রোমাঞ্চকর জয়ের সৌজন্যে ১২ বছরে প্রথমবার বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে পৌঁছে গেল জার্মানরা। শনিবারের এই প্রাণবন্ত লড়াইয়ে ৩০ মিনিটে ফ্রাঙ্ক কেসির গোলেই প্রথমে এগিয়ে গিয়েছিল আইভরি কোস্ট। কিন্তু ৬৮ মিনিটে ডেনিজ উন্দাভের সমতায় এবং ৯৪ মিনিটে তাঁরই জয়সূচক গোল জার্মানিকে জয় এনে দেয়।

এই জয়ের ফলে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের সংগ্রহ দাঁড়াল ছয় পয়েন্ট। যদিও এই টুর্নামেন্টের সবচেয়ে তরুণ দল জার্মানদের যতটা কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলেছিল, ছয় দিন আগে কুরাসাওয়ের বিরুদ্ধে ৭-১ গোলের বিধ্বংসী জয়ের ম্যাচে তেমনটা মোটেও দেখতে হয়নি। জার্মানির ম্যানেজার ইউলিয়ান নাগেলসম্যান বলেন, ক্ষুণ্ণআমরা যোগ্য দল হিসেবেই জিতেছি। ছেলেরা প্রচুর পরিশ্রম করেছে।ক্ষুণ্ণ

২০১৮ সালের আগে জার্মানি কখনওই বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেয়নি। অন্য কোনও দেশ তাদের মতো এতবার (১৩ বার) সেমিফাইনালে ওঠেনি;একমাত্র ব্রাজিল ১১ বার উঠে তাদের কাছাকাছি রয়েছে। অথচ, সেই জার্মানিই রাশিয়ায় প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছিল এবং তার চার বছর পর কাতারেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। ৪৮ টি দলের এই বর্ধিত সংস্করণ বিশ্বকাপে যেখানে ৩২টি দল নকআউট পর্বে যাবে, সেখানে জার্মানি টানা তৃতীয়বারের মতো গ্রুপ পর্বে আটকে যাবে এমনটা কখনই মনে হয়নি। তবে ঐতিহ্যবাহী এই দলের বর্তমান ফর্ম ঠিক চেনা ছন্দের না হওয়ায় তাদের ঘিরে বেশ কিছু উদ্বেগও তৈরি হয়েছিল।

আমেরিকায় আসার আগে জার্মানরা যে বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তিত ছিল তার মধ্যে রয়েছে;স্ট্রাইকার পজিশনে কোনও নিশ্চিত বিকল্প না থাকা; জামাল মুসিয়ালা এবং ফ্লোরিয়ান ভির্টজের ফর্ম; সের্জে গ্নাব্রি ও লেনার্ট কার্লের মতো দুই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ের চোট। এবং ৪০ বছর বয়সী মানুয়েল ন্যুয়ার, গোলরক্ষক সমস্যার সমাধান করতে যাঁকে প্রায় দুই বছরের আন্তর্জাতিক অবসর ভাঙতে রাজি করানো হয়েছে। সেই সঙ্গে নাগেলসম্যান নিজে, যিনি জার্মানির ম্যানেজার হিসেবে কিংবা তার আগে বায়ার্ন মিউনিখের প্রধান কোচ হিসেবে কখনোই সমর্থকদের পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারেননি।

এর পাশাপাশি আরেকটি বড় চিন্তা ছিল যে, জার্মানি বর্তমানে এমন কোনও বিশ্বমানের খেলোয়াড় তৈরি করতে পারছে না যিনি একাই পুরো ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নেবেন এবং দলের প্রয়োজন অনুযায়ী ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেবেন। সেই কারণে জার্মানির সমর্থকরাও যেন এই দল বা এই টুর্নামেন্ট নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছেন না।

স্পষ্টতই, আগের ম্যাচের অপরিবর্তিত একাদশ প্রতিপক্ষের জালে সাত গোল দেওয়ার স্বাদ বেশ ভালোভাবেই উপভোগ করেছিল এবং ম্যাচের মাত্র ১৫ সেকেন্ডের মাথায় কাই হাভার্টজের একটি শট পোস্টের সামান্য ওপর দিয়ে চলে গেলে তারা প্রায় আরেকটি গোল পেয়েই যাচ্ছিল। এরপর আরও সুযোগ আসে; ইয়োশুয়া কিমিখের বাড়ানো ক্রসে হাভার্টজের দারুণ এক হেড চমৎকারভাবে রুখে দেন ইয়াহিয়া ফাফানা। অন্যদিকে, মুসিয়ালা বক্সের প্রান্তে আইভরি কোস্টের জমাট রক্ষণের মাঝে কিছুটা জায়গা করে নিয়ে শট করলেও তা পোস্টের উপর দিয়ে চলে যায়। তার ঠিক এক মিনিট পরেই তিনি ড্রিক্কস ব্রেকের বাঁশি বাজান এবং গ্যালারি ভরা দর্শক এই সিদ্ধান্তে সমস্বরে ক্ষোভ ও প্রকাশ করে।

বিরতির পর ম্যাচের গতি আবারও বদলে যায়। ৩০ মিনিটে আইভরি কোস্টের ১৯ বছর বয়সী উদীয়মান তারকা ইয়ান দিওমান্দে বাম প্রান্ত দিয়ে বল পান। ম্যাচের ওই সময় পর্যন্ত তিনি বারবার আক্রমণে উঠলেও বিশেষ কিছু করতে পারেননি। তবে এবার তিনি কিমিখকে ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে যান এবং একটি নিচু ক্রসে আমাদ দিয়ালোকে খুঁজে নেন। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এই খেলোয়াড়টি প্রথমে বল নিয়ন্ত্রণে আনতে কিছুটা সমস্যায় পড়েন, এবং যখন শেষ পর্যন্ত শট নেন, তখন নাথানিয়েল ব্রাউন স্লাইড করে তা প্রতিহত করেন। কিন্তু ফিরতি বলে ফ্রাঙ্ক কেসি ওখানেই ওত পেতে ছিলেন এবং নিখুঁত শটে বল জালে জড়িয়ে দেন।

গোল খাওয়ার পর জার্মানি এবং মাঠে উপস্থিত তাদের আনুমানিক ১২,০০০ সমর্থক কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন। তবে ৩৯ মিনিটে আরেকটি বাতিল হওয়া গোল তাদের আবার উজ্জীবিত করে তোলে। ওদিলন কোসোনুকে ফাউল করার অপরাধে মুসিয়ালাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, যার ঠিক পর মুহূর্তেই হাভার্টজ বল নিয়ে এগিয়ে গিয়ে ফাফানাকে পরাস্ত করেন।

দুরন্ত ছন্দে ডাচরা, সুইডেনকে পাঁচ গোল নেদারল্যান্ডসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপে দুরন্ত ফর্মে নেদারল্যান্ডস। সুইডেনকে ৫-১ গোলে হারাল ডাচরা। হিউস্টন স্টেডিয়ামে ব্রায়ান ব্রোবে এবং কোডি গাকপোর জোড়া গোলে নেদারল্যান্ডস ৫-১ ব্যবধানে সুইডেনকে হারিয়ে বিশ্বকাপ গ্রুপ 'এফ' -এর শীর্ষে উঠে এসেছে। জাপানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ২-২ গোলে ড্রয়ের দিনে গোল করা ক্রিসেনসিও সামারভিলের জায়গায় ব্রোবেকে দলে রেখে নেদারল্যান্ডস কোচ রোনাল্ড কোম্যান কিছুটা চমক দিয়েছিলেন। তবে তাঁর এই সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হয়, কারণ এই স্ট্রাইকার ম্যাচের প্রথম ১৭ মিনিটের মধ্যেই দুটি গোল করে বসেন। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ দিকে সুইডেনের একটি গোল বাতিল হওয়ার পর, দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ১০ মিনিটে গাকপো দুটি গোল করেন। ম্যাচের প্রায় এক ঘণ্টা পর গ্রাহাম পটারের সুইডেনের হয়ে অ্যাস্থনি ইলাঙ্গা একটি গোল শোধ করলেও, ৯০ মিনিটে বদলি খেলোয়াড় সামারভিল শেষ গোলটি করেন। ম্যাচের মাত্র পাঁচ মিনিটে, ব্রোবে বল তিজানি রেইন্ডার্সের

দিকে বাড়িয়ে দেন, যিনি তা বাঁ দিকে থাকা গাকপোর কাছে পাঠান। গাকপোর নিচু ক্রস থেকে আলতো টোকায় ব্রোবে বল জালে জড়ান। দ্বিতীয় গোলটিও ছিল প্রায় একই রকম;ডান দিক থেকে ডেনজেল ডামফ্রিস একটি নিচু ক্রস বাড়ান এবং ব্রোবে আবারও তা আলতো টোকায় গোল করেন। সুইডেন প্রথম জল বিরতির পর কিছুটা খেলায় ফিরেছিল, প্রথমার্ধের শেষের দিকে একটি গোল শোধ করার দিকেই এগোচ্ছিল। কিন্তু বেঞ্জামিন নাইগ্রেনের ফ্রি-কিক থেকে গুস্তাফ লেগারবিয়েলকে যখন হেডে গোল করেন, তখন তিনি সহ সুইডেনের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় অফসাইডে ছিলেন। এদিকে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সুইডেনকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দেন গাকপো। বিরতির পর ডনিয়েল ম্যালেনের জায়গায় মাঠে আসা সামারভিল একটি নিচু ক্রস বাড়ান, যা ব্রোব হ্যাটট্রিক করার জন্য পুরোপুরি নাগাল পাননি। তবে ব্যাক পোস্টে থাকা গাকপো সহজেই বলটি জালে জড়ানোর সুযোগ পেয়ে যান। এর আট মিনিট পর, আলেকজান্ডার ইসাকের একটি ভুলের সুযোগ নিয়ে নেদারল্যান্ডস দ্রুত পাল্টা আক্রমণে যায়। সামারভিলের পাস থেকে বল পেয়ে গাকপো বাঁ দিক থেকে ভেতরে কেটে ঢুকে জোরালো শটে গোল করেন। ম্যাচের প্রায় এক ঘণ্টা হওয়ার ঠিক আগে, ইসাকের বাড়িয়ে দেওয়া বল ধরে ইলাঙ্গা বার্ট ভারব্রুগেনকে পরাস্ত করে বল জালে জড়িয়ে সুইডেন শিবিরে কিছুটা স্বস্তি এনে দেন। তবে ৯০ মিনিটে সামারভিল বক্সের প্রান্ত থেকে দারুণ এক শটে গোল করে ডাচ শিবিরে আবার উৎসবের আমেজ আনেন।

ইতিহাস গড়ে ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে প্রথম পয়েন্ট কুরাসাওয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফিফা বিশ্বকাপে নিজেদের ইতিহাসে প্রথম পয়েন্ট অর্জন করল ছোট্ট ক্যারিবিয়ান দ্বীপদেশ কুরাসাও। শনিবার গ্রুপ পর্বের ম্যাচে শক্তিশালী ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে ০-০ গোলে ড্র করে তারা বিশ্বকাপের মঞ্চে এক স্মরণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এই ফলের নেপথ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল গোলরক্ষক এলয় রুমের, যিনি অসাধারণ পারফরম্যান্স করে ইকুয়েডরের একের পর এক আক্রমণ রুখে দেন। মাত্র ছয় দিন আগে বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জার্মানির কাছে ৭-১ গোলে বড় ব্যবধানে হেরেছিল কুরাসাও। সেই দলের কাছ থেকে এমন লড়াকু পারফরম্যান্স কেউ হয়তো আশা করেনি। কিন্তু ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে তারা দুর্দান্ত রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলে ম্যাচ থেকে একটি মূল্যবান পয়েন্ট তুলে নিতে সক্ষম হয়। কুরাসাও বিশ্বের সবচেয়ে ছোট দেশ, যারা বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলছে। দেশটির জনসংখ্যা মাত্র প্রায় ১ লক্ষ ৫৬ হাজার। তাই এই ড্র তাদের ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

তিউনিশিয়াকে চার গোলে হারাল জাপান

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রথম ম্যাচেই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছিল জাপান। আর দ্বিতীয় ম্যাচে সেই আত্মবিশ্বাসকে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে রূপান্তরিত করে তিউনিশিয়াকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল এশিয়ার এই শক্তিধর দল। রবিবারের এই জয়ের ফলে গ্রুপ এফ থেকে নকআউট পর্বে ওঠার পথে অনেকটাই এগিয়ে গেল জাপান। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটি ছিল ১০০০তম ম্যাচ, আর সেই বিশেষ ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয় জাপান। প্রথম ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ২-২ ড্র করেছিল তারা। ফলে তিউনিশিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামার সময় তাদের আত্মবিশ্বাস ছিল তুঙ্গে। ম্যাচের মাত্র চার মিনিটের মধ্যেই সেই আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন দেখা যায়। দাইচি কামাডার দুর্দান্ত গোল জাপানকে এগিয়ে দেয় এবং শুরুতেই চাপে পড়ে যায় আফ্রিকার দেশটি। প্রথম গোলের পর জাপান আক্রমণের গতি আরও বাড়িয়ে দেয়। দ্রুত পাসিং, নিখুঁত মুভমেন্ট এবং ধারাবাহিক আক্রমণে

তিউনিশিয়ার রক্ষণভাগকে ব্যস্ত রাখে তারা। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা বারবার জাপানের গতির সঙ্গে তাল মেলাতে হিমশিম খেতে থাকেন। যদিও প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে তিউনিশিয়া কিছুটা সংগঠিত হয়ে রক্ষণ শক্ত করার চেষ্টা করে, তবুও জাপানের আক্রমণ থামানো সম্ভব হয়নি। ৩১ মিনিটে আসে দ্বিতীয় গোল। উইডার নিখুঁত ফিনিশিংয়ে ব্যবধান বাড়িয়ে দেন। দুই গোলের লিড নিয়ে বিরতিতে যাওয়ার পরও জাপান আক্রমণের ধার কমায়নি। দ্বিতীয়ার্ধেও তারা একই তালে খেলতে থাকে। তিউনিশিয়ার রক্ষণকে বারবার ভেঙে সুযোগ তৈরি করতে থাকে জাপানি ফুটবলাররা। ৬৯ মিনিটে ইতো তৃতীয় গোলটি করে ম্যাচের ফল প্রায় নিশ্চিত করে দেন। এরপরও জাপানের আক্রমণ থামেনি। ৮৪ মিনিটে উইডা নিজের দ্বিতীয় এবং দলের চতুর্থ গোলটি করে জয়ের ব্যবধান আরও বড় করেন। ম্যাচে আরও কয়েকটি সহজ সুযোগ তৈরি হলেও সেগুলো কাজে লাগাতে পারেনি জাপান। তা না হলে জয়ের ব্যবধান আরও বড় হতে পারত। তবুও চার গোলের এই জয় তাদের শক্তি ও সম্ভাবনার স্পষ্ট প্রমাণ দিল।